

صحابہ اور اہل بیت سے إمام اعظمؑ کا اخذ فیض

সাহাবা আহলে বায়ত

ও

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

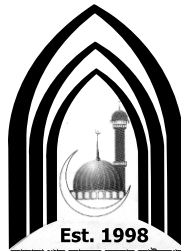
[বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা]

মূল

ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর

মুহাম্মদ আবদুল হাই আন-নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.): বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

মূল: ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: সফর ১৪৩৭ হি. = নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১২৭, বিষয় ক্রমিক: ১০

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কল্লাবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য: ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

Sahaba Ahl-a-Bayt O Imam Abu Hanifa (Rh.) : Akti Parjalocona: By: Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai An-Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 150 Tk

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা

০৪

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে

কেরামের ইলমে হাদীসের ওয়ারিস

০৫

ইমাম আযম থেকে খুলাফায়ে রাশিদীন পর্যন্ত হাদীসের সনদ

০৭

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) পর্যন্ত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমে হাদীসের দুটি সনদ

০৭

২. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সাইয়িদুনা ওমর ফারুক (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের দুটি সনদ

০৯

৩. ইমাম আযম হানিফা (রহ.) থেকে সাইয়িদুনা ওসমান গনী (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের সনদ

১২

৪. ইমাম আযম (রহ.)-এর সাইয়িদুনা আলী মুরতযা (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৩টি সনদ

১৩

ইমাম আযম (রহ.) থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) পর্যন্ত ৮টি হাদীসের সনদ

১৯

ইমাম আযম (রহ.)-এর আবাদদিলিয়ে সালাসা (তিন আবদুল্লাহ) পর্যন্ত হাদীসের সনদ

২৪

১. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের সাতটি সনদ

২৪

২. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৭টি সনদ

৩৫

৩. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৬টি সনদ

৩৮

৪. ইমাম আযম (রহ.)-এর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত হাদীসের সনদ

৪২

সারকথা

৪৮

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আহলে বায়তে	
রাসূল (সা.)-এর হাদীসের ওয়ারিস	৫০
১. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৫০
২. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৫৯
৩. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৬৩
৪. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৬৪
৫. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৬৮
৬. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান আল-মুসান্নাস ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৭১
৭. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৭৩
৮. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৭৫
৯. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন	৮০
সারকথা	৮১
নবী-পরিবারের ইমামগণ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সনদও বরকতময়	৮২

আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

ইমাম আযম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (রহ.) যেসব পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তে রাসূল (সা.) থেকে হাদীসের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন তা খতীবে বগদাদী (রহ.), ইমাম সায়মুরী (রহ.) ও ইমাম নববী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এ গ্রন্থে ইমাম আযম (রহ.) কর্তৃক প্রথম সারির তাবিয়ী ও প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত হাদীস গ্রহণের মুত্তাসিল সনদ বর্ণনা করা হয়েছে দলীল-সহকারে। এতে ইমাম আযম (রহ.) তাঁর আহলে বায়তের মশায়েখ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বর্ণনাও নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমামগণের কিতাব থেকে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর জ্ঞানগত সম্পর্ক খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে কেমন ছিল তাও স্পষ্ট করা হয়েছে।

আশা করি, এতে ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের জ্ঞান ও সনদ কেমন ছিল অবহত হতে পারবেন, যারা এ পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। এতে অনেক ভুল ধারণা ও সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়ত ও ইমামগণের জীবনাদর্শ জানার, বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের ইলমে হাদীসের ওয়ারিস

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যেসব পদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তা খতীবে বাগদাদী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর ভাষ্যমতে বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّنْ أَخَذْتَ الْعِلْمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: بَخٌ، بَخٌ، اسْتَوْثَقْتَ مَا شِئْتَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِينَ الْمُبَارَكِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

‘আমি আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুরের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আবু হানিফা আপনি কোথা থেকে হাদীসশাস্ত্র অর্জন করেছেন? আমি বললাম, আমি হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ও ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদেদের সূত্রে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি। তা শুনে খলীফা আবু জাফর মনসুর বলেন, বেশ! বেশ! হে আবু হানিফা! আপনি এ সকল পুত-পবিত্র ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ থেকে চাহিদা মতো ইসলামী জ্ঞানের দৃঢ়তা অর্জন করেছেন।’^১

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫; (খ) আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৫৭; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ২১৮

৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

এ বর্ণনায় ইমাম আযম (রহ.) প্রথমবারির তাবেয়ীগণ ও প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত হাদীস গ্রহণের মুত্তাসিল সনদ বর্ণনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা ইমাম আযম (রহ.) তাঁর মাশায়িখ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমামগণের কিতাব থেকে তুলে ধরেছি। তাঁর জ্ঞানগত সম্পর্ক খুলাফায়ে রাশিদীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), হযরত ওমর ফারুক (রাযি.), হযরত ওসমান গনী (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে কেমন ছিল? তাও স্পষ্ট হবে।

ইমাম আযম থেকে খুলাফায়ে রাশিদীন পর্যন্ত হাদীসের সনদ

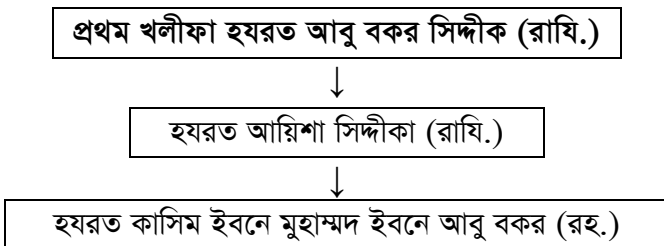
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সরাসরি কিছু সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করায় তাবেয়ীর মর্যাদা লাভ করেছেন। তা ছাড়া তিনি প্রথম সারির তাবেয়ীগণের সূত্রে খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেছেন। নিম্নে সর্বপ্রথম খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে হাদীস সংগ্রহের বর্ণনা তুলে ধরা হল।

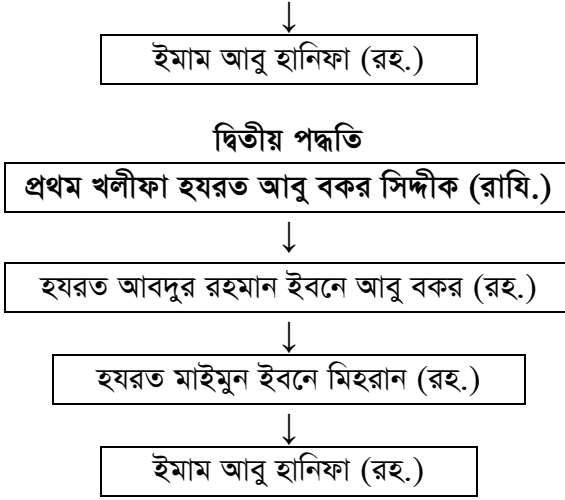
৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) পর্যন্ত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমে হাদীসের দুটি সনদ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর উত্তরাধিকার হওয়ার বিবরণ: ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নাতি হযরত কাসেম মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রহ.) ও ইমাম মাইমুন ইবনে মিহরান (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁদের সূত্রে তিনি হাদীসশাস্ত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর উত্তরাধিকার হয়েছেন। উভয়ের মাধ্যমে প্রথম খলীফা পর্যন্ত হাদীসের সনদের নকশা নিম্নরূপ:

প্রথম খলীফা পর্যন্ত ইমাম আযমের হাদীসের সনদের নকশা

প্রথম পদ্ধতি





প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (ওফাত: ১০৮ হি.) সরাসরি তাঁর ফুফু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন এবং ইমাম আযম (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। এভাবে তিনি একই সময়ে প্রিয় রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পারিবারিক জ্ঞানের উত্তরাধিকার হয়ে গেছেন।^১

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি,

مَنْ أَدْرَكَتَ مِنَ الْكُتُبَاءِ؟ قَالَ: الْقَاسِمُ، وَسَالِمًا، وَطَاوُسًا... وَغَيْرُهُ.

‘আপনি কোন প্রখ্যাত ইমামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন? তিনি বলেন, কাসিম, সালিম, তাউস ... ও অন্যান্য ইমামগণের।’^২

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আবু আইয়ুব মাইমুন ইবনে মিহরানকে (ওফাত: ১১৭ হি.) জযীরার নির্ভযোগ্য হাদীসের হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি সরাসরি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সন্তান হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৭, পৃ. ১৫৭; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায*, খ. ১, পৃ. ৯৬

^২ আল-হাসকফী, *মুসনদুল ইমামিল আযম*, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৩৮৭

৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

থেকে বর্ণনা করেন এবং ইমাম আযম (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাই এ পদ্ধতিতেও ইমাম আযম (রহ.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর হাদীসের উত্তরাধিকার।

১. ইমাম আবু বকর ইবনে মানজুহিয়া (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) নিজ কিতাবে লিখেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) নিজ পিতা হযরত আবু বকর (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।^১
২. ইমাম মাইমুন ইবনে মিহরান (রহ.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রহ.) ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেলাম থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন:
 ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
 ২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
 ৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) ও
 ৪. উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।^২
৩. ইমাম মুওয়াফ্ফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাযযায আল-কারদারী (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম মাইমুন ইবনে মিহরান (রহ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।^৩

৬. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সাইয়িদুনা ওমর ফারুক (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের দুটি সনদ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে সাইয়িদুনা ওমর ফারুক (রাযি.)-এর উত্তরাধিকার। ইমাম আযম (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) ও হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর শিষ্য। তাঁদের সূত্রে তিনি হাদীসশাস্ত্রে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর উত্তরাধিকার ছিলেন।

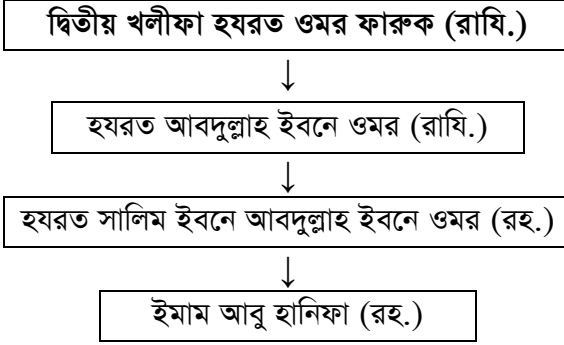
^১ (ক) ইবনে মানজুহিয়া, *রিজালু সহীহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ৪০১; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়েরি রিজাল*, খ. ১৬, পৃ. ৫৫৭

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ২৩৩; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়েরি রিজাল*, খ. ১৬, পৃ. ৫৫৭; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৭১

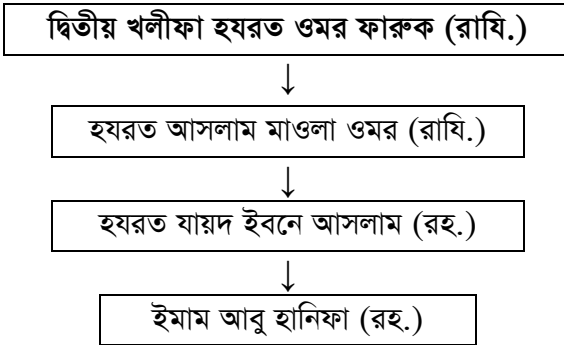
^৩ (ক) আল-মুওয়াফ্ফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৫০; (খ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৮৬

দ্বিতীয় খলীফা পর্যন্ত ইমাম আযমের হাদীসের সনদের নকশা

প্রথম পদ্ধতি



দ্বিতীয় পদ্ধতি



প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত ফারুক আযম (রাযি.)-এর নাতি হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (ওফাত: ১০৬ হি.)-এর সরাসরি শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হযরত সালিম (রহ.) নিজ পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন:

১. হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.),
২. হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.),
৩. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনির (রাযি.),
৪. হযরত রাফে' ইবনে খদীজ (রাযি.) ও

১১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)^১

তাই ইমাম আযম (রহ.) হযরত সালিম (রাযি.)-এর মাধ্যমে উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীসবিজ্ঞান অর্জন করেছেন। যথা—

১. ইমাম আযম (রহ.) নিজের প্রথমসারির শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।^২
২. ইমাম শামসুদ্দীন আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।^৩

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

হযরত যায়দ (ওফাত: ১৩৬ হি.)-এর পিতা আসলাম, তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি হযরত ওমর ফারুক (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। সে কথা ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।^৪

হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম, ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। যথা—

১. নিজ পিতা হযরত আসলাম (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৩. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও
৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)^৫

^১ আল-মিযবী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল, খ. ১০, পৃ. ১৪৬

^২ আল-হাসকফী, মুসনদুল ইমামিল আযম, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৩৮৭

^৩ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৭২

^৪ (ক) মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল আসমা, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৯৬৫; (খ) ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৪, পৃ. ৪৫

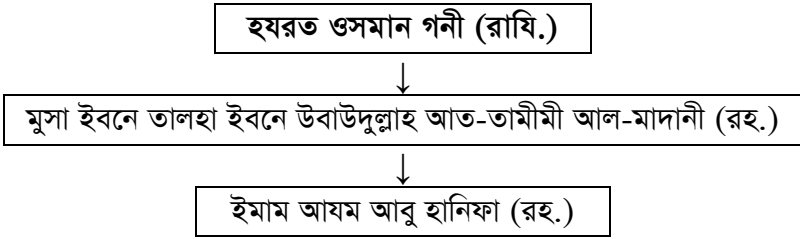
^৫ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৩, পৃ. ৫৫৫; (খ) ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬; (গ) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ১৩২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফায, দ খ. ১, পৃ. ৬০

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাযযায আল-কারদারী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শিক্ষক ও মাশায়িখের তালিকায় হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রহ.)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^১

৩. ইমাম আযম হানিফা (রাযি.) থেকে সাইয়িদুনা ওসমান গনী (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের সনদ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাযি.) হাদীসের ক্ষেত্রে হযরত ওসমান গনী (রাযি.)-এরও উত্তরাধিকার ছিলেন। ইমাম আযম (রহ.) হযরত মুসা ইবনে তালহা (রহ.)-এর শিষ্য। যার সূত্রে তিনি হযরত ওসমান গনী (রাযি.)-এর উত্তরাধিকার হলেন।

তৃতীয় খলীফা পর্যন্ত ইমাম আযমের হাদীসের সনদের নকশা



জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ

হযরত মুসা ইবনে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তামীমী আল-মাদানী আল-কুফী (ওফাত: ১০৩ হি.)-এর জন্ম নবী (সা.)-এর যুগে হয়েছে। কিন্তু তিনি ঈমান পরে এনেছেন। তাই তিনি তাবেয়ী হিসেবে গণ্য। তিনি ১২ বছর পর্যন্ত হযরত ওসমান গনী (রাযি.)-এর সাথে ছিলেন। হযরত মুসা ইবনে তালহা (রহ.) হযরত ওসমান গনী (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা ব্যতীতও নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা-

১. সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.),
২. হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.),
৩. হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রাযি.),
৪. হযরত আবু বুরাইদা (রাযি.),

^১ (ক) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৭৬; (খ) আস-সালিহী, *উকুদুল জিমান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৭২

১৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৬. হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) ও
৭. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।^১

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাযযায় আল-কারদারী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের মাশায়িখ ও শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে হযরত মুসা ইবনে তালহা (রহ.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।^২

৪. ইমাম আযম (রহ.)-এর সাইয়িদুনা আলী মুরতযা (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৩টি সনদ

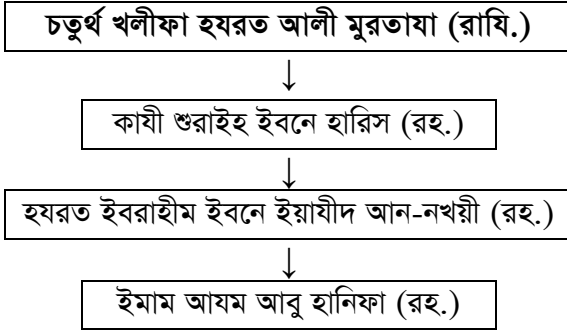
যে সকল প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুফায় হাদীসবিজ্ঞান প্রচার-প্রসার লাভ করেছে এবং যাঁদেরকে কুফায় হাদীসশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় ইমাম আযম (রহ.)-এর সনদ তাঁদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন হযরত আলী (রাযি.)। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন হযরত কাযী শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কুফী (রহ.), হযরত আলকামা ইবনে কায়স আল-কুফী (রহ.) ও মাসরু'ক ইবনে আজদা' আল-কুফী। এ সকল তাবেয়ী হযরত আলী (রাযি.)-এর হাদীসের উত্তরাধিকার ছিলেন।

এছাড়া আরও অনেক তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ ৩জন তাঁর বিশেষ শিষ্য। এ ৩ জনের শিষ্য ছিলেন ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-কুফী আন-নখয়ী (ওফাত: ৯৬ হি.), ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (ওফাত: ১২৭ হি.), ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-কুফী (ওফাত: ১২১ হি.) প্রমুখ তাবেয়ী। যাঁরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সরাসরি শিক্ষক। ইমাম আযম (রহ.) তাবেয়ীগণের ৩ সিলসিলায় হযরত আলী মুরতযা (রাযি.)-এর হাদীসবিজ্ঞানের উত্তরাধিকার, যার নকশা নিম্নরূপ:

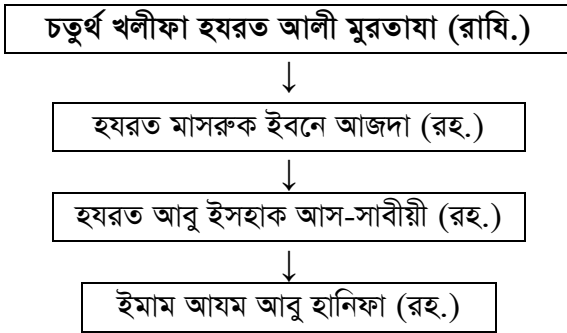
^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৭, পৃ. ২৮৭; (খ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ১৪৭; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ৪০১; (ঘ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৮২; (ঙ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩১৭

^২ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৯; (খ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৮৬৯; (গ) আস-সালিহী, *উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৮৩

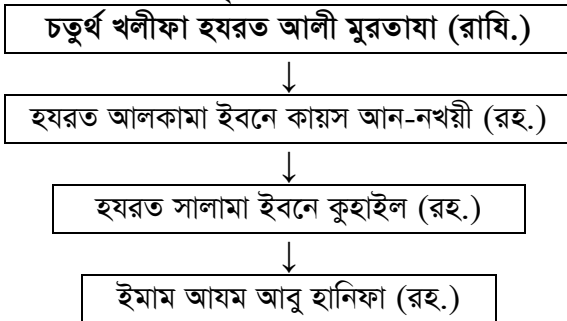
প্রথম পদ্ধতি



দ্বিতীয় পদ্ধতি



তৃতীয় পদ্ধতি



প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ

কাযী শুরাইহ ইবনে কুফী (ওফাত: ৭৮ হি.)-এর জন্ম নবী (সা.)-এর যুগে হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর থেকে হাদীস শুনেনি। হযরত ওমর ফারুক (রহ.) নিজ খিলাফতের সময়ে তাঁকে কুফার কাযী নিয়োগ দেন। তারপরে

১৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

কাযী শুরাইহ (রহ.) হযরত ওসমান গনী (রাযি.), সাইয়িদুনা আলী মুরতাযা (রাযি.), হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর যুগে এমনকি হাজ্জাজের যুগ পর্যন্ত ৬০ বছর কুফার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন। হাজ্জাজের যুগে কুফায় বিচারপতির পদে ইস্তেফা দেওয়ার পর বাসারায় এক বছর পর্যন্ত বিচারক ছিলেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে (৭৮ হি.) ইন্তিকাল করেছেন।^১

কাযী শুরাইহ (রহ.) নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. সাইয়িদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.),
২. সাইয়িদুনা আলী মুরতাযা (রাযি.),
৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.),
৫. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.) ও
৬. হযরত উরওয়া ইবনে জা'দ (রাযি.)।^২

ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) কাযী শুরাইহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযি (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) কাযী শুরাইহ (রহ.)-এর জীবনীতে আলোচনা করেছেন,

رَوَى عَنْهُ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

‘ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।’^৩

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর শিক্ষক। ইমাম শামসুদ্দীন আস-সালিহী আশ-শামী ইমাম আযম (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৪

এ থেকে বোঝা গেল, ইমাম আযম (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) ও কাযী শুরাইহ (রহ.)-এর সূত্রে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) ও

^১ আল-মিযবী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১২, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭

^২ আল-মিযবী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১২, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭

^৩ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৪, পৃ. ২২৮; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৪, পৃ. ৩৩২; (গ) আয-যাহাবী, আল-কাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিদ্দা, খ. ১, পৃ. ৪৮৩

^৪ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিবি আবী হানিফা আন-নু'মান, পৃ. ৬৬

সাইয়িদুনা আলী মুরতাযা (রাযি.)-এর জ্ঞানের রক্ষক হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের ফয়েযও লাভ করেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ যিনি আবু ইসহাক আস-সাবীযী নামে প্রসিদ্ধ (ওফাত: ১২৮ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি নিজ শায়খ হযরত মাসরুক ইবনে আজদা আল-কুফী (ওফাত: ৬৩ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। হযরত মাসরুক আজদা (রহ.) ছিলেন কুফার ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. সাইয়িদুনা আবু বকর (রাযি.),
২. সাইয়িদুনা ওমর ফারুক (রাযি.),
৩. সাইয়িদুনা ওসমান গনী (রাযি.),
৪. সাইয়িদুনা আলী মুরতাযা (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.),
৬. হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাযি.),
৭. হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.) ও
৮. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।^১

ইমাম আবু ইসহাক আমর ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাবীযী (রহ.) হযরত মাসরুক ইবনে আজদা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম মুহম্মদীন আন-নববী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) হযরত মাসরুক (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ: أَبُو إِسْحَاقَ السَّيِّعِيُّ.

‘আবু ইসহাক আস-সাবীযী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর শায়খ ছিলেন। খতীব বগদাদী

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৩৫; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৩৯৬; (গ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৭, পৃ. ৪৫১; (ঘ) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফায়, খ. ১, পৃ. ৪৯; (ঙ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ১০০

^২ (ক) আন-নাওয়াযী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৩৯৪; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৭, পৃ. ৪৫৩; (গ) আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ৬, পৃ. ২৯২

১৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

(রহ.), ইমাম মুহম্মদীন আন-নববী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতো রাবীসমালোচক ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ السَّيِّعِيَّ.

‘তিনি আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’^১

অতএব ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.)-এর মাধ্যমে হযরত মাসরুফ (রহ.)-এর হাদীস-বিজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছেছেন। এভাবে তিনি ৪ খলীফায়ে রাশিদা ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের হাদীসের উত্তরাধিকার ছিলেন।

তৃতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ হযরত সালামা ইবনে কুহাইল (ওফাত: ১২১ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজ শায়খ হযরত আলকামা ইবনে কায়স আন-নখয়ী (ওফাত: ৬২ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) নিম্নোক্ত আকাবের সাহাবা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.),
২. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.),
৩. হযরত আলী মুরতায়্যা (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৭. হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.),
৮. হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাযি.),
৯. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.),
১০. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
১১. হযরত আবু দারদা (রাযি.),
১২. হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.),

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৫০১; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২

১৩. হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাযি.) ও

১৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)^১

হযরত সালামা ইবনে কুহাইল (রহ.) হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), হাফিয় ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.)-এর মতো রাবীসমালোচক হযরত আলকামা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ: سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ.

‘হযরত সালামা ইবনে কুহাইল (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম আযম (রহ.) হযরত সালামা ইবনে কুহাইল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও হাফিয় ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

سَمِعَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

‘তিনি সালামা ইবনে কুহাইল (রহ.) থেকে হাদীস শুনেছেন।’^৩

এ সকল বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ হযরত সালামা ইবনে কায়স আন-নখয়ী (রহ.) থেকে এবং তিনি কুফায় বিদ্যমান হাদীসের প্রখ্যাত উত্তরাধিকার হযরত আলী মুরতযা (রাযি.) ও অন্যান্য আকাবের সাহায্যে কেরাম থেকে নুরুওয়াতের ফয়েয অর্জন করেছেন।^৪

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৪; (খ) আল-কালাবাযী, *রিজালু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৫৭৫; (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২৯৬; (ঘ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৩০০; (ঙ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ২৪৪

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৩০২; (খ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা’রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিদ্দা*, খ. ২, পৃ. ৩৪; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ২৪৫

^৩ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৮; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪০১

^৪ ইমাম আযম (রহ.) নিজের ৯জন নবী-পরিবারের শায়খের মাধ্যমে হযরত আলী মুরতযা (রাযি.)-এর হাদীসের উত্তরাধিকারী। সেসব পদ্ধতি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

১৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

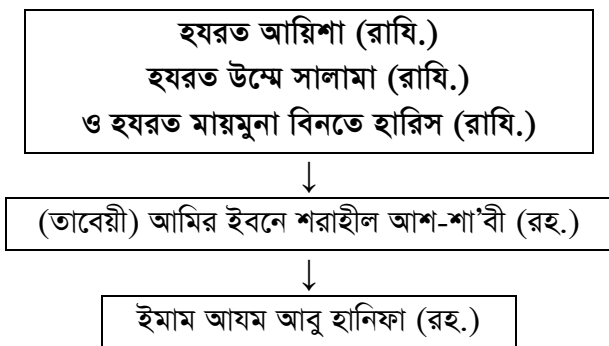
ইমাম আযম (রহ.) থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) পর্যন্ত ৮টি হাদীসের সনদ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন খুলাফায়ে রাশিদীনের হাদীসের উত্তরাধিকার তেমনি নিজের কয়েকজন প্রধান প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে নবী (সা.)-এর পবিত্র বিবিগণ ও উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.), হযরত উম্মে সালামা (রাযি.), হযরত মাইমুনা (রাযি.) ও অন্যান্য পরম সম্মানিত বিবিগণ পর্যন্ত হাদীসের সনদ বিদ্যমান।

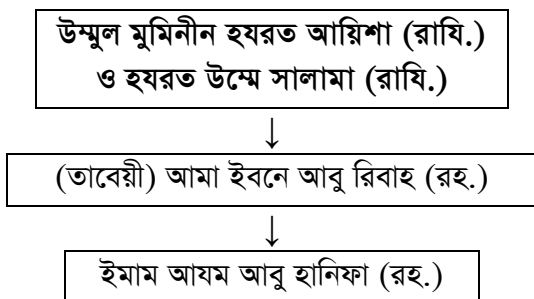
ইমাম আযম (রহ.) নিজ প্রখ্যাত মাশায়িখের মাধ্যমে ৮ সনদে উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাযি.) থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। সেসব সনদের মাধ্যমে আহলে বায়তে রাসূলের হাদীসের ফয়েয লাভ করেছেন। নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল:

ইমাম আযমের উম্মাহাতুল মুমিনীন পর্যন্ত হাদীসের সনদের ৮টি নকশা

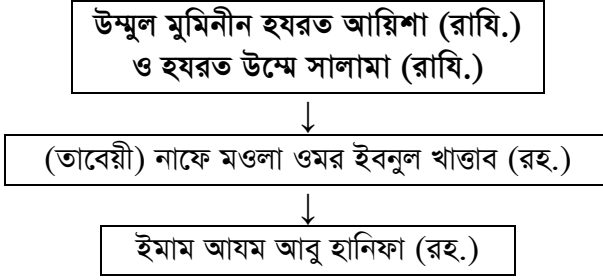
প্রথম পদ্ধতি



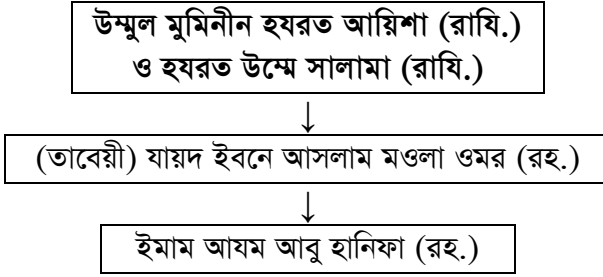
দ্বিতীয় পদ্ধতি



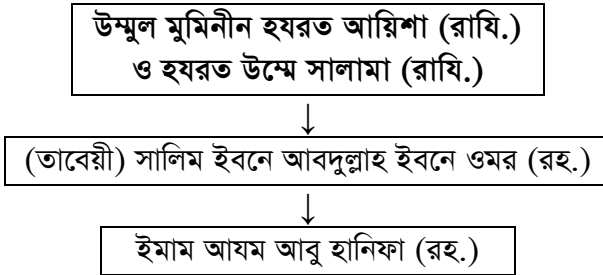
তৃতীয় পদ্ধতি



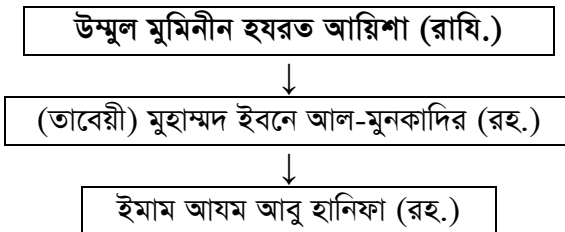
চতুর্থ পদ্ধতি



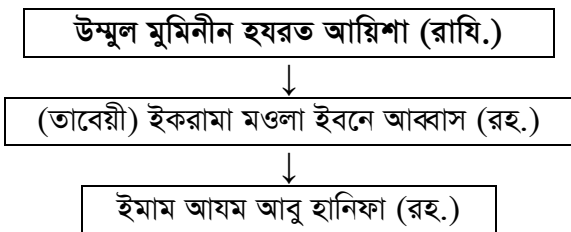
পঞ্চম পদ্ধতি



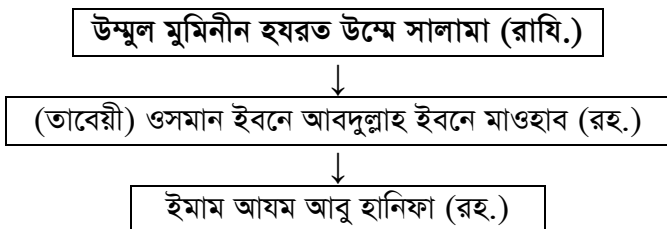
ষষ্ঠ পদ্ধতি



সপ্তম পদ্ধতি



অষ্টম পদ্ধতি



উম্মুহাতুল মুমিনীন (রাযি.) পর্যন্ত ইমাম আযম (রহ.)-এর উল্লিখিত ৮টি সনদের মধ্যে হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) ও হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রহ.)-এর দু'পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর আলোচনায় পূর্বে করা হয়েছে।

ইমাম আমির আশ-শা'বী (রহ.), হযরত নাফে মাওলা ইবনে ওমর (রহ.) ও হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর ব্যাপারে আলোচনা পরবর্তীতে পৃথকভাবে আসছে।

নিম্নে বাকী তিন ইমামের সনদ, হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.)-এর দ্বিতীয় পদ্ধতি, ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.)-এর সপ্তম পদ্ধতি ও হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রহ.)-এর অষ্টম সনদের ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল:

১. হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহের দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আবু মুহাম্মদ আতা ইবনে আবু রিবাহ আসলাম আল-কুরাইশী আল-মক্কী (ওফাত: ১১৪ হি.) মক্কার প্রখ্যাত মুফতী ও মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.) নিজেই সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বলেন,

أَدْرَكْتُ مَائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘আমি নবী (সা.)-এর ২০০ সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছি।’^১

মুহাদ্দিসগণের অনুসন্ধান ও গবেষণা মতে ইমাম আতা (রহ.) নিম্নোক্ত সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৩. হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রাযি.),
৪. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৮. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ওমর (রাযি.),
৯. হযরত আবু সাদ্দ আল-খুদরী (রাযি.),
১০. হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.),
১১. হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রাযি.),
১২. হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রাযি.),
১৩. হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.),
১৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.),
১৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও
১৬. হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাযি.)।

ইমাম ইবনে আবু হাতিম ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْ عَطَاءٍ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

২. হযরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাসের সপ্তম সনদের বিশ্লেষণ

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইকরামা (ওফাত: ১০৭ হি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (সা.)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম। মুহাদ্দিসগণের মতে

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮১; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮১

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৭০-৭২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৭৮-৭৯; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮০

২৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
৬. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযি.),
৭. হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.),
৮. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৯. হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর (রাযি.),
১০. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.),
১১. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.),
১২. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
১৩. হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রাযি.),
১৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.),
১৫. হযরত হামনাহ বিনতে জাহশ (রাযি.) ও
১৬. হযরত উম্মে আম্মারা আনসারী (রাযি.)।^১

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) তাহযীবুল কামাল কিতাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা করেত গিয়ে বলেন,

رَوَى عَنْ عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

‘তিনি (ইমাম আযম) ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

৩. হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহর অষ্টম সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) সরাসরি হাদীসশাস্ত্র হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব আত-তামিমী আল-মাদানী (ওফাত: ১২০ হি.) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণনা করেছেন। যথা—

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২০, পৃ. ৭০-৭২; (খ) আয-যাহাবী, সিয়রু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৭৮-৭৯; (গ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১৮০

^২ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
২. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) ও
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)।^১

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহবী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,
 رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম আযম (রহ.)-এর আবাদদিলাতে সালাসা (তিন আবদুল্লাহ) পর্যন্ত হাদীসের সনদ

ইমাম আযম (রহ.)-এর সৌভাগ্য হল তিনি আকাবের তাবেয়ীনের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীন ও নবী পত্নীগণ ব্যতীত আবাদদিলাতে সালাসা তথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এরও হাদীসের উত্তরাধিকার।

৫. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের সাতটি সনদ

বিশেষভাবে হযরত আলী (রাযি.)-এর মাধ্যমে যেমন- হাদীস-বিজ্ঞান কুফায় আসল তেমনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কেও কুফার ইলমে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। কুফার জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তেমনি হযরত আলী (রাযি.)-এর সনদের আলোচনায় আমরা তাঁর শিষ্য হযরত কাযী শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কুফী (রহ.), হযরত আলকামা ইবনে কায়স আল-কুফী (রহ.), মাসরুক ইবনে আজাদা আল-কুফী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত তাবেয়ী পর্যন্ত ইমাম আযম (রহ.)-এর সনদসমূহ তাঁর তিনজন তাবেয়ী শায়খ ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নখরী আল-কুফী (রহ.), ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.), ইমাম সালামা ইবনে কুহাইল আল-কুফী (রহ.)-এর

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৪২৩; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪২৩; (গ) আয-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৭

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪২৩; (খ) আয-যাহবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৭

২৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মাধ্যমে পৌঁছেছে এবং সেখানে এ ৩ প্রখ্যাত তাবেরী তথা কাযী শুরাইহ (রহ.), হযরত আরকম (রহ.) ও মাসরুফ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্য হওয়ার কথাও আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের মধ্যে আরও অনেকে বিদ্যমান ছিল।

১. ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ وَيُفْتُونَ سِتَّةَ: عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، وَمَسْرُوقَ وَعَبِيدَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ، وَعَمْرُو بْنَ شَرْحِبِيلٍ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সেই শিষ্য যারা মানুষদেরকে কুরআন পড়াতেন ও ফতওয়া দিতেন তাঁরা ৬ জন: আলকামা ইবনে কায়স (রহ.), আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.), মাসরুফ ইবনে আজদা (রহ.), উবাইদা আস-সালমানী (রহ.), হারিস ইবনে কায়স (রহ.) ও আমর ইবনে শুরাহবীল (রহ.)।’^১

১. ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শাবী (রহ.) বলেন,

كَانَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْكُوفَةِ، فِي أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَؤُلَاءِ: عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، وَعَبِيدَةُ بْنُ قَيْسٍ الْمُرَادِيُّ ثُمَّ السَّلْمَانِيُّ، وَشَرِيحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ، وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ الْهَمْدَانِيُّ ثُمَّ الْوَادِعِيُّ.

‘নবী (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরামের পরে কুফা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যরা ফকীহ ছিলেন। তাঁদের নামের তালিকা হল: আলকামা ইবনে কায়স আন-নখয়ী (রহ.), উবাইদা ইবনে কায়স আল-মুরাদী আস-সালমানী (রহ.), শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী (রহ.), মাসরুফ ইবনে আজদা আল-হামদানী আল-ওয়াদিয়ী (রহ.)।’^২

^১ (ক) ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১০; (খ) আল-ইজলী, *মারিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যু’আফা ওয়া যিকরি মাযাহাবিহিম ওয়া আখবারিহিম*, খ. ১, পৃ. ২৩০; (গ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২৯৯ ও খ. ১৩, পৃ. ২৩৩; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৬৫

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২৯৯; (খ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৩০৪; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৫৬

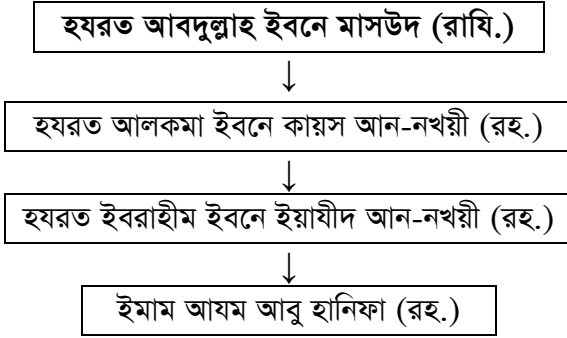
এ বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা গেল যে, কুফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞানের উত্তরাধিকার ছিলেন এ ৭ জন ব্যক্তি:

১. হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.),
২. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.),
৩. হযরত মাসরুক ইবনে আজদা (রহ.),
৪. হযরত উবাইদা আস-সালমানী (রহ.),
৫. হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.),
৬. হযরত আমর ইবনে শারাহীল (রহ.) ও
৭. কাযী শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী (রহ.) ।

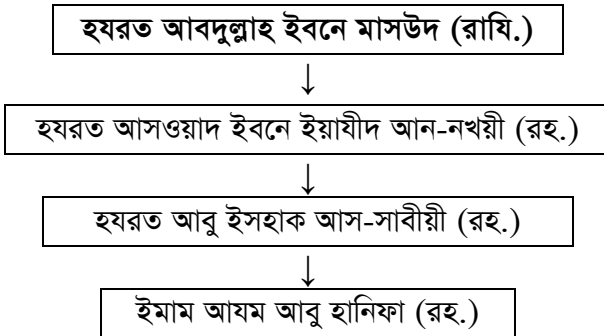
উল্লিখিত ৭জনের মাধ্যমে ইমাম আযম (রহ.) নিজ মাশায়িখের সহযোগিতায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর জ্ঞান আহরণ করেছেন ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পর্যন্ত হাদীসের প্রথম ও দ্বিতীয় নকশা

প্রথম পদ্ধতি



দ্বিতীয় পদ্ধতি



২৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁর শায়খ আলকামা ইবনে কায়স আন-নখয়ী (ওফাত: ৬২ হি.) থেকে অর্জন করেছেন এবং তিনি সরাসরি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম আবু নসর আল-কালবায়ী (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন যে, হযরত আলকামা ইবনে কায়স আন-নখয়ী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।^১

ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রহ.) হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

رَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ.

‘ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শিক্ষকের তালিকায় ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখয়ী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^৩

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তার শায়খ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন-নখয়ী (ওফাত: ৭৫ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন-নখয়ী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করা ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেবলমাত্র থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.),
২. হযরতহ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.),

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৪; (খ) আল-কালবায়ী, *রিজালু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৫৭৫, হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.)-এর মাশায়িখের আরও বিবরণ হযরত আলী (রাযি.)-এর সনদে রয়েছে।

^২ (ক) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াত আসমা*, খ. ১, পৃ. ৪৩০; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ২০৮; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ৪০৪

^৩ আস-সালিহী, *উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু’মান*, পৃ. ৬৬

৩. হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.),
৪. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.),
৫. হযরত বিলাল (রাযি.),
৬. হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) ও
৭. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।^১

ইমাম আবু ইসহাক আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আস-সাবীযী (রহ.) হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম আবু বকর ইবনে মানজুইয়া (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত আসওয়াদ (রহ.)-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

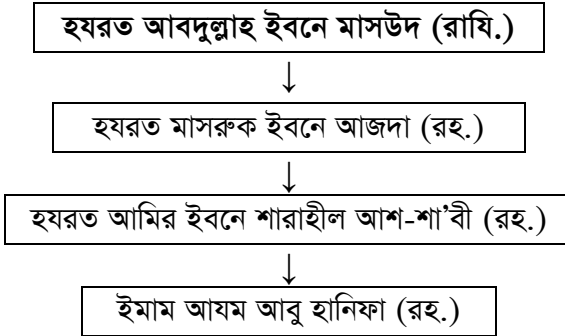
رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ.

‘হযরত আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

খতীব বাগদাদী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে রাবী-সমালোচক ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন, তিনি ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পর্যন্ত হাদীসের তৃতীয় ও চতুর্থ নকশা

তৃতীয় পদ্ধতি



^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯; (খ) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ১, পৃ. ৫৬৩; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ২৯৯

^২ (ক) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ১, পৃ. ৫৬৩; (খ) ইবনে মানজুইয়া, *রিজালু সহীহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ৮০

^৩ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২

চতুর্থ পদ্ধতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)



হযরত উবায়দা ইবনে আমর আস-সালমানী (রহ.)



হযরত আবু হুসাইন উসমান ইবনে আসিম (রহ.)



ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

তৃতীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ প্রখ্যাত শায়খ ইমাম আমির ইবনে শরাহীল শাবী (যাকে আমর ইবনে শরাহীলও বলা হয়) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। তিনি তার শায়খ হযরত মাসরুক ইবনে আজদা (ওফাত: ৭৫ হি.) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্য। হাদীসের ইমামগণের গবেষণা মতে হযরত মাসরুক ইবনে আজদা (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ ব্যতীত খুলাফায়ে রাশিদীন থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) হযরত মাসরুক ইবনে আজদা (রহ.)-এর আলোচনায় বর্ণনা করেছেন যে,

رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ.

‘ইমাম শাবী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^১

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম হাসকাফী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) নিজ কিতাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের তালিকায় ইমাম আশ-শাবী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^২


^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৮, পৃ. ৩৫; (খ) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ১, পৃ. ৬৪২; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৭

^২ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-হাসকাফী, *মুসনদুল ইমামিল আযম*, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৩৮৭; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৩

চতুর্থ পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবু হুসাইন ওসমান ইবনে আসিম (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজ শায়খ হযরত আবু উবাইদা ইবনে আমর আস-সালমানী (ওফাত: ৭৪ হি.) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন এবং তিনি সরাসরি হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গবেষণা মতে হযরত উবাইদা ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গবেষণা মতে হযরত উবাইদা (রহ.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত আলী মুরতাতা (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১

ইমাম আবু সাঈদ ইবনে খলীল আল-আলায়ী (রহ.) হযরত উবাইদা আস-সালমানী (রহ.)-এর পরিচয় এভাবে দেন যে,

عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيِّ صَاحِبُ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ 

‘ইমাম আবু উবাইদা আস-সালমানী (রহ.) হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্য।’^২

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), খতীব বাগদাদী (রহ.) ও ইমাম মুহম্মদীন আন-নববী (রহ.) হযরত উবাইদা আস-সালমানী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন, হযরত আবু হুসাইন (রহ.) হযরত উবাদা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৩

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমে হাদীসের শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় ইমাম আবু হুসাইন (রহ.) ও উসমান (রহ.)-এর নামও উল্লেখ করেন।^৪

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৮২; (খ) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ১, পৃ. ৭৮৫; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ৯১

^২ আল-আলায়ী, *জামিউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল*, খ. ১, পৃ. ৩৪২, ক্র. ৫০২

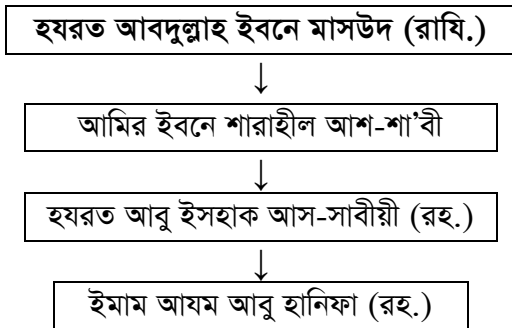
^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ৯১; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১১, পৃ. ১১৮; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ২৯৩

^৪ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ’যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪২০; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবরীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৬৪

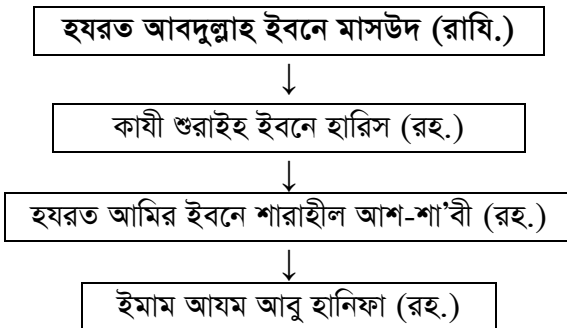
৩১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পর্যন্ত হাদীসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ নকশা

পঞ্চম পদ্ধতি



ষষ্ঠ পদ্ধতি



পঞ্চম পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীয়া (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি নিজ শায়খ হযরত আবু মাইসারা আমর ইবনে শারাহীল (ওফাত: ৬৩ হি.) থেকে অর্জন করেছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে অর্জন করেছেন।

ইমাম আমর ইবনে মুররা (রহ.) বলেন,

كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ.

‘আবু মাইসারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর প্রখ্যাত শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’^১

মুহাদ্দিসগণের বিশ্লেষণ মতে, হযরত আমর ইবনে শারাহীল (রহ.)

^১ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ২, পৃ. ৪২৯

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহাবা থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.),
২. হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.),
৩. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযি.),
৪. হযরত সালমান ইবনে রবীআ (রাযি.),
৫. হযরত কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (রাযি.),
৬. হযরত মাকল ইবনে মুকরিন (রাযি.),
৭. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.) ও
৮. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) হযরত আবু মায়সারা (রহ.) হযরত আমর ইবনে শরাহীল (রহ.)-এর আলোচনায় বলেন,

رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ.

‘ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।’^১

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম মুহযুদ্দীন আন-নববী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন, তিনি ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।^২

ষষ্ঠ পদ্ধতির বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ প্রখ্যাত শায়খ ইমাম শা'বী (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁর শায়খ হযরত কাযী গুরাইহ ইবনে হারিস কিন্দী (ওফাত: ৭৮ হি.) থেকে হাদীস অর্জন করেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর প্রধান শিষ্য ছিলেন। হাদীসের ইমামগণের গবেষণা মতে কাযী গুরাইহ (রহ.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.),

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৩৪১; (খ) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়ালা আসমা*, খ. ১, পৃ. ৮২৪; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৬, পৃ. ২৩৭; (ঘ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ৬১

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়ালা লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৫০১; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২

৩৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।^১

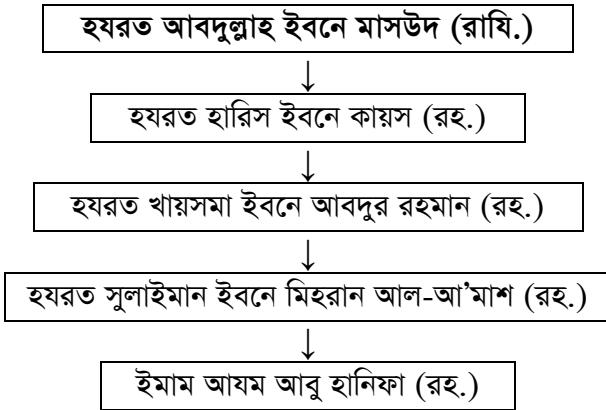
ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) কাযী শুরাইহ (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ.

‘ইমাম শা’বী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের তালিকায় ইমাম আমির ইবনে শরাহীল আশ-শা’বী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পর্যন্ত হাদীসের সপ্তম নকশা



সপ্তম সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ'মাশ (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর শায়খ ইমাম হায়সামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাবরা (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্য হযরত হারিস ইবনে কায়স আল-জু'ফী

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১২, পৃ. ৪৩৭

^২ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৪, পৃ. ২২৮; (খ) মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল আসমা, খ. ১, পৃ. ৮০; (গ) ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৪, পৃ. ৩৫২; (ঘ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

^৩ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ৩৩; (খ) আস-সুয়ুতী, তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৪৭

(রহ.) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ মতে হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে হাদীস অর্জন করেছেন।^১

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), হাফিয় ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ حَيْثُمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

‘খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হযরত হারিস (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) হযরত খায়সামা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

سَمِعَ مِنْهُ الْأَعْمَشُ.

‘হযরত আ’মশ (রহ.) হযরত খায়সামা (রহ.) থেকে শুনেছেন।’^৩

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতে ইমাম আ’মশ (রহ.) ইমামা আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ও উস্তাদ ছিলেন।^৪

এ ৭টি সনদের বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় ইমাম আযম (রহ.) নিজ প্রখ্যাত ও বিশৃঙ্খল শায়খগণের মাধ্যমে হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.), হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন-নখয়ী (রহ.), হযরত মাসরুফ ইবনে

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৭৯; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৪, পৃ. ১৩৩; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ৮৬

^২ (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৪, পৃ. ১৩৩; (খ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা’রিফাতি মান লাহ রিওয়াতুন ফিল কুতুবিস সিভা*, খ. ১, পৃ. ৩০৪; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ২, পৃ. ১৩৪

^৩ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ২১৫; (খ) মুসলিম, *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, খ. ১, পৃ. ১৯২; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৩২১

^৪ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানিফা*, খ. ১, পৃ. ৪৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২২৭; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফফায*, খ. ১, পৃ. ৭৪

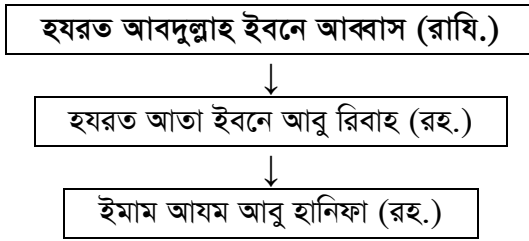
৩৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

আজদা (রহ.), হযরত উবাইদা ইবনে আমর আস-সালমানী (রহ.), হযরত আবু মায়সারা আমির ইবনে শারাহাবীল (রহ.), কাযী গুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী (রহ.), হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.)-এর মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), হযরত ওমর ফারুক (রাযি.), বিশেষ করে কুফায় অবস্থাকারী হযরত আলী মুরতযা (রাযি.), বিশিষ্ট ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের হাদীস বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার ছিলেন ।

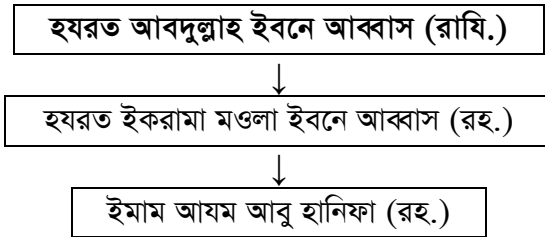
২. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৭টি সনদ

হযরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত হাদীসের সনদের ৭টি নকশা

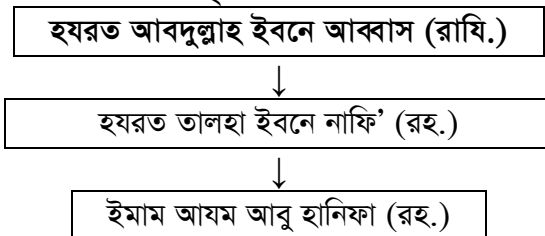
প্রথম পদ্ধতি



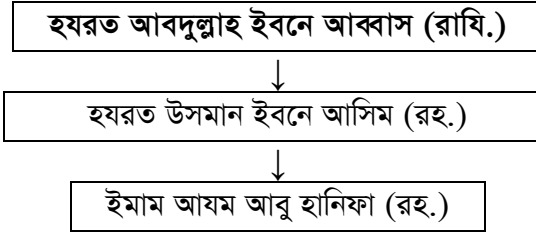
দ্বিতীয় পদ্ধতি



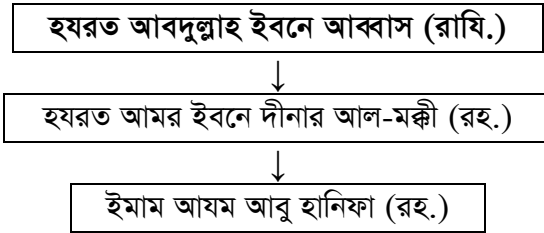
তৃতীয় পদ্ধতি



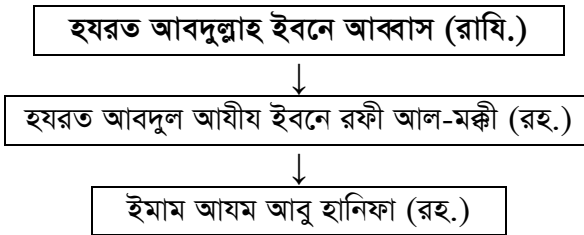
চতুর্থ পদ্ধতি



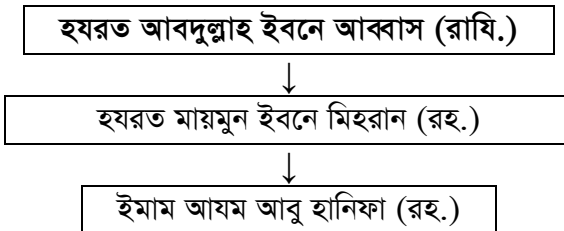
পঞ্চম পদ্ধতি



ষষ্ঠ পদ্ধতি



সপ্তম পদ্ধতি



ইমাম আযম (রহ.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) পর্যন্ত হাদীসের সনদে বর্ণিত কতক তাবেরী শায়খের বিশ্লেষণ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বিবিগণের আলোচনা করেছে। ইমাম আযম (রহ.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.)-এর অবশিষ্ট তিন সনদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

৩৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১. ইমাম আমর ইবনে দীনার আল-মক্কী (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আমর ইবনে দীনার আল-মক্কী (রহ.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সরাসরি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর শিষ্য। ইমাম আমর দীনার আল-মক্কী (ওফাত: ১২৬ হি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ছাড়াও নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত বারা ইবনুল আযিব (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সফওয়ান (রাযি.),
৬. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.) ও
৯. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.)।^১

ইমাম আমর ইবনে দীনার (রহ.) ছিলেন ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের শিক্ষক বা শায়খ।^২

২. ইমাম উসমান ইবনে আসিম (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শায়খ ইমাম আবু হুসাইন উসমান ইবনে আসিম (ওফাত: ১২৮ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীসের ফয়েয লাভ করেছেন।

ইমাম আবু হুসাইন উসমান ইবনে আসিম (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ছাড়াও নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
২. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০০-৩০১; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ৫-৭

^২ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯

৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও

৫. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.)^১

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْأَسَدِيِّ.

‘তিনি ইমাম আবু হুসাইন আল-আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন।’^২

৩. ইমাম আবদুল আযীয ইবনে রফী (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবদুল আযীয ইবনে রফী (ওফাত: ১৩০ হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মাধ্যমেও ইমাম আযম (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবদুল আযীয ইবনে রফী (রহ.) মক্কা শরীফের অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর মতে ইমাম আবদুল আযীয হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন।^৩

ইমাম মুওয়াফ্ফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বায্যায় আল-কারদারী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম আবদুল আযীয (রহ.)-কে ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ও উস্তাদ সাব্যস্ত করেছেন।^৪

৩. ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের ৬টি সনদ

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৪১৩; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১১৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪২০; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২

^৩ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ১১; (খ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৫, পৃ. ৩৮১; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ১২৩

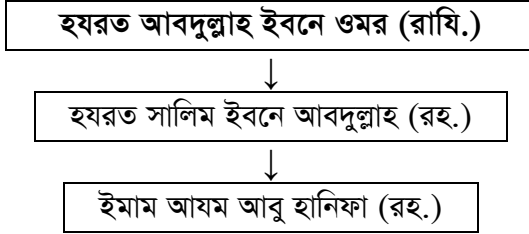
^৪ (ক) আল-মুওয়াফ্ফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৮০; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৯

৩৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

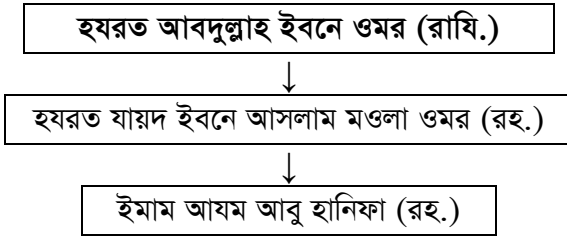
ইমাম আযম (রহ.) নিজ মাশায়িখের মাধ্যমে আবাদিলায়ে সালাসা থেকে তৃতীয় ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর ৬ পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর পর্যন্ত হাদীসের ৬টি নকশা

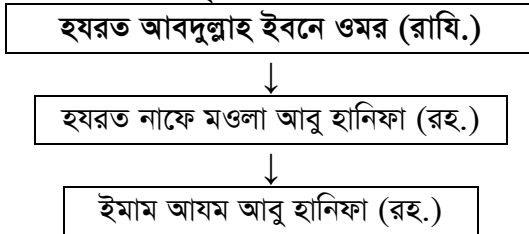
প্রথম পদ্ধতি



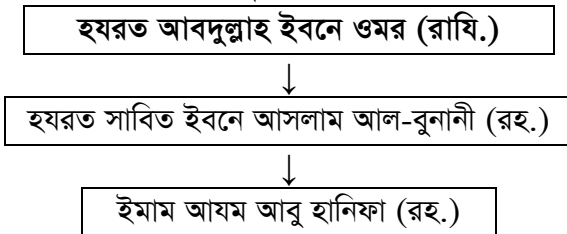
দ্বিতীয় পদ্ধতি



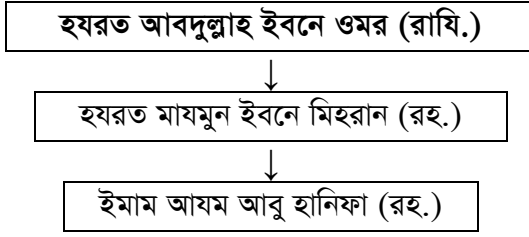
তৃতীয় পদ্ধতি



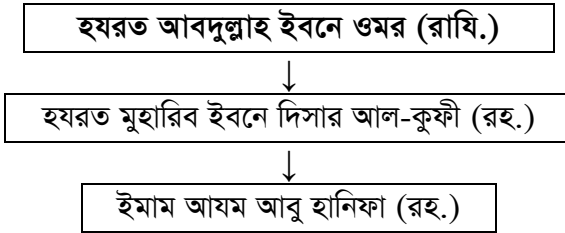
চতুর্থ পদ্ধতি



পঞ্চম পদ্ধতি



ষষ্ঠ পদ্ধতি



ইমাম আযম (রহ.)-এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) পর্যন্ত হাদীসের কিছু বিশ্লেষণ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ সনদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

১. হযরত নাফে মাওলা ইবনে ওমর (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

হযরত আবু আবদুল্লাহ নাফে ইবনে হারমুয আল-মাদানী আল-আদওয়ী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের গবেষণা মতে তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. নিজ মাওলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
২. হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.),
৩. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
৪. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রাযি.),
৫. হযরত রাফে ইবনে খদীজ (রাযি.),
৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) ও
৭. হযরত রবী বিনতে মুআওয়ায (রাযি.)।^১

^১ (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৪২৪; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৩৬৮

৪১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম মুহয়্যুদ্দীন আন-নববী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হযরত নাফে মাওলা ইবনে ওমর (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^১

২. হযরত সাবিত ইবনে আসলাম আল-বুনানীর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আযম (রহ.) হযরত সাবিত ইবনে আসলাম আল-বুনানী (ওফাত ১২৭হি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাযি.)-এর হাদীস বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার হলেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ মতে হযরত সাবিত (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল আল-মুযানী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.), হযরত আবু বরযা আল-আসলামী (রাযি.), হযরত ওমর ইবনে আবু সালাম আল-মাখযুমী (রাযি.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^২

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বায্‌যায আল-কারদারী (রহ.) ও মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের তালিকায় হযরত সাবিত (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^৩

৩. হযরত মুহারিব ইবনে দিসার (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

হযরত মুহারিব ইবনে দিসার আল-কুফী (ওফাত: ১১৬ হি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাযি.)-এর শিষ্য ছিলেন। যিনি ইমাম আযম (রহ.)-

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৫০১; (ঘ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯

^২ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২২০

^৩ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪১; (খ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৭৪; (গ) আস-সালিহী, *উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান*, পৃ. ৬৮

এর শায়খ ছিলেন। তাই তাঁর মাধ্যমেও ইমাম আযম (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ মতে, হযরত মুহারিব (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খুতামী (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের তালিকায় হযরত মুহারিব (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^২

ইমাম আযম (রহ.) নিজ প্রখ্যাত মাশায়িখের মাধ্যমে আবাদিলায়ে সালাসা হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় তিনি তাঁদের হাদীসের পরিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকার ছিলেন।

৪. ইমাম আযম (রহ.)-এর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত হাদীসের সনদ

ইমাম আযম (রহ.) খুরাফায়ে রাশেদীন, নবী (সা.)-এর সম্মানিত বিবিগণ ও আবাদিলায়ে সালাসা ব্যতীত নিজ কয়েকজন প্রখ্যাত মাশায়িখ তাবেয়ীনদের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের হাদীসের উত্তরাধিকার হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন প্রধান শায়খ তথা ইমাম আমির ইবনে শরাহীল আশ-শা'বী (রহ.), ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর সনদের ওপর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

ইমাম আযম (রহ.)-এর ইমাম শা'বী (রহ.)

সূত্রে ৪২ জন সাহাবা পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদ

ইমাম আযম (রহ.)-এর যদি অনেক তাবেয়ী শায়খ নাও থাকে তবুও তার জন্য একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী শায়খ হযরত আবু আমর আমির শরাহীল

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২১৭; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪৫

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১

৪৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

আল-হামদানী আল-কুফী (ওফাত: ১০৪ হি.) যথেষ্ট। তাঁর জন্ম ১৭ হিজরীতে হয়েছে। যা ছিল সাইয়িদুনা হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর যুগ। রিজালশাস্ত্র মতে তিনি ৫০০ সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ১৫০ জনের মতো সাহাবা থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা সকলে ইমাম শা'বী (রহ.)-এর হাদীসের উস্তাদ।

১. ইমাম শা'বী (রহ.) নিজেই সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাতের কথা আলোচনা করে বলেন,

أَدْرَكْتُ خَمْسَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَكْثَرَ.

‘আমি নবী (সা.)-এর ৫০০ অথবা তার চেয়ে বেশি সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছি।’^১

২. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) ইমাম শা'বী (রহ.)-কে বিশ্বস্ত তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন।

رَوَى عَنْ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘ইমাম শা'বী নবী (সা.)-এর ১৫০ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।’^২

ইমাম শা'বী (রহ.) যে সকল সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাদের থেকে ৪২জন সাহাবায়ে কেরামের নামের তালিকা তার জীবনীগ্রন্থে সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—

১. হযরত ওসামা ইবনে যায়দ ইবনে হারিসা (রাযি.),
২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৩. হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৬. হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৭. হযরত হারিস ইবনে মালিক (রাযি.),
৮. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.),

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৬, পৃ. ৪৫০; (খ) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৯৯৩; (গ) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায়, খ. ১, পৃ. ৮১; (ঘ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ৫৯

^২ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৫, পৃ. ১৮৬

৯. হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.),
১০. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
১১. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.),
১২. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.),
১৩. হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ (রাযি.),
১৪. হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাযি.),
১৫. হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রাযি.),
১৬. হযরত আবদুর রহমান সামুরা (রাযি.),
১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.),
১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.),
২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
২৪. হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযি.),
২৫. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
২৬. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.),
২৭. হযরত আওফ ইবনে হুসাইন (রাযি.),
২৮. হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.),
২৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.),
৩০. হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দিকারুবা (রাযি.),
৩১. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাযি.),
৩২. হযরত আবু জুহাইফা (রাযি.),
৩৩. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
৩৪. হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাযি.),
৩৫. হযরত আবু মুসা আল-আনসারী (রাযি.),
৩৬. হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.),
৩৭. উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রাযি.),
৩৮. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.),
৩৯. হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.),
৪০. হযরত আসমা বিনতে কায়স (রাযি.),

৪৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৪১. হযরত ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযি.) ও

৪২. হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রাযি.)^১

ইমাম শা'বী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের প্রধান শায়খ ছিলেন

১. ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম আল-হাসকাফী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিযযী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নিজ নিজ কিতাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের তালিকায় ইমাম শা'বী (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।^২

২. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তায়কিরাতুল হুফফায* নামক কিতাবে ইমাম শা'বী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন,

هُوَ أَكْبَرُ سَيِّخٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ.

‘তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সবচেয়ে বড় শায়খ ছিলেন।’^৩

এ সকল বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় ইমাম শা'বী (রহ.) ১৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম থেকে পুরো দুনিয়ার জ্ঞান আহরণ করে নিজ শিষ্য ইমাম আযম (রহ.)-এর নিকট হস্তান্তর করেছেন। শুধু এ সনদেও ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসে প্রশংসিত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়।

ইমাম আযম (রহ.)-এর ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.)-এর সূত্রে ৯ জন সাহাবার অবিচ্ছিন্ন মুত্তাসিল (সংযুক্ত) সনদ

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরামের হাদীসের উত্তরাধিকার হওয়াতে দ্বিতীয় মাধ্যম ইমাম আবু সাঈদ হাসান ইবনে আবুল হাসান ইয়াসার আল-বাসারী (ওফাত: ১১০ হি.)।

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৭; (খ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ২৮-৩১; (গ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ৮৫

^২ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-হাসকাফী, *মুসনদুল ইমামিল আযম*, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৩৮৭; (গ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৩; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১

^৩ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৭৯

ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.)-এর শায়খগণ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)	২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)	৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)
৪. সামুরা ইবনে জুনদাব (রাযি.)	৫. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)	৬. হযরত আবু বকরা (রাযি.)
৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)	৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.)	৯. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযি.)



ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.)



ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর ঘরে লালিত-পালিত হন। ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) ৩০০ শত সাহাবায়ে কেরাম ও হাজারো প্রখ্যাত তাবেয়ীদের হাদীস বিজ্ঞান গ্রহণ করে তাঁর শিষ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে দান করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.),
২. হযরত আবু বকরা নফী ইবনে হারিস (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৬. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.),
৭. হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাযি.),
৮. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযি.) ও
৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)।^১

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ৭১

৪৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম হাসকফী (রহ.) মুসনদে ইমাম আযমে নিজস্ব মত এভাবে বর্ণনা করেন, ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) হাদীসে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।^১

৩. ইমাম আযম (রহ.)-এর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদি (রহ.)-এর সূত্রে ১১ জন সাহাব পর্যন্ত মুত্তাসিল (সংযুক্ত) সনদ

ইমাম আযম (রহ.)-এর প্রখ্যাত সাহাবীদের উত্তরাধিকার হওয়ার অন্যতম মাধ্যম ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (ওফাত: ১৩১ হি)।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদিরের শায়খগণ

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)	২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)	৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)
৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)	৫. আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)	৬. হযরত আবু কাতাদা (রাযি.)
৭. হযরত আবু উমামা (রাযি.)	৮. সালমান আল-ফারসী (রাযি.)	৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)
১০. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)	১১. আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.)	



ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.)



ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর সনদের বিশ্লেষণ

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করে হাদীস বিজ্ঞান ইমাম আযম (রহ.)-কে প্রদান করেছেন। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাযি.),
২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),

^১ আল-হাসকফী, মুসনদুল ইমামিল আযম, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৩৮৭

৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৬. হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রাযি.),
৭. হযরত আবু উমামা (রাযি.),
৮. হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.),
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
১০. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) ও
১১. হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.)।^১

খতীব বাগদাদী (রহ.) তারীখু বগদাদে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন,

سَمِعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

‘তিনি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে শুনেছেন।’^২

এ ছাড়া ইমাম মুওয়াফ্ফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)ও ইমাম আযম (রহ.)-এর আলোচনায় লিখেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) তাঁর হাদীসের শায়খ ও শিক্ষক ছিলেন।^৩

সারকথা

যদি তাঁর শিক্ষবৃন্দের তালিকায় গভীর দৃষ্টিপাত করা হয় তবে অনেক গ্রন্থ বের হয়ে আসবে। কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রখ্যাত শিক্ষকবৃন্দ কত বড় বড় সাহাবীদের শিষ্য ছিলেন। তাই ইমাম আযম (রহ.) এ সকল প্রখ্যাত তাবেয়ীদের এক একজনের মাধ্যমে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আযম (রহ.) পর্যন্ত ২০জন সাহাবার জ্ঞান ইমাম শাবীর মধ্যমে পৌঁছেছে এবং হাজারো সাহাবার জ্ঞান হযরত আলকামা ইবনে কায়স (রহ.), কাযী শুরাইহ (রহ.), হযরত

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ১, পৃ. ২১৯; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৭৯; (গ) ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০; (ঘ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ৫০৪-৫০৫; (ঙ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

^২ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫

^৩ (ক) আল-মুওয়াফ্ফিক, মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৩৯; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হফফায়, খ. ১, পৃ. ৫৮

৪৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মাসরুফ ইবনে আজদা (রহ.), হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.), হযরত উবাইদা আস-সালমানী (রহ.), হযরত হারিস ইবনে কায়স (রহ.), হযরত আমর ইবনে শুরাহবীল (রহ.)-এর মাধ্যমে পৌঁছেছে।

তেমনি ইমাম আযম (রহ.) হযরত আসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রহ.), হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.), হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.), হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রহ.), হযরত নাফে মাওলা ইবনে ওমর (রহ.), হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রহ.), হযরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.), হযরত আমর ইবনে দীনার (রহ.), হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.), হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌হাব (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত মাশায়িখের মাধ্যমে হাজারো হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ সকল পদ্ধতি ও সনদসমূহ ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসবিজ্ঞানের উৎস ও কেন্দ্র। এ সকল উঁচুমানের সনদ দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আযম (রহ.) বিভিন্ন এলাকার সাথে সম্পর্কিত মাশায়িখের মাধ্যমে মক্কার মুহাদ্দিসগণের হাদীসবিজ্ঞান লাভে ধন্য ছিলেন। সাথে সাথে মদীনা শরীফ, কুফা, বাসারা ও সিরিয়ায় হাদীস বিষয়ক যাবতীয় পাণ্ডিত্য অর্জন করে তার শিষ্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আহলে বায়তে রাসূল (সা.)-এর হাদীসের ওয়ারিস

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিতভাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর সে সকল হাদীসের সনদ ও পদ্ধতির আলোচনা করেছি যা খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেলাম সম্পর্কে ছিল। এ অধ্যায়ে আমরা হাদীসের সে সকল সনদ নিয়ে আলোচনা করব যা দ্বারা ইমাম আযম (রহ.)-এর সাথে আহলে বায়তের ইমামগণের সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণিত হয়। বাস্তব দাবি হল, ইমাম আযম (রহ.) নবী-পরিবারের হাদীস বিজ্ঞানেরও উত্তরাধিকার ছিলেন।

ইমাম আযম (রহ.)-এর যুগে নবী-পরিবারের যত ইমাম বিদ্যমান ছিলেন এবং যাদের থেকে নুবুওয়াতের জ্ঞানের বর্ণা প্রবাহিত ছিল তিনি প্রত্যেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। নবী-পরিবার থেকে প্রায় ৯জন হযরত ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। নবী-পরিবার হওয়ার কারণে তাঁদের প্রত্যেকের জ্ঞানের সনদ হযরত আলী (রাযি.)-এর সূত্রে নবী করীম (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফিকহ ও হাদীসের কোন ইমামের ভাগ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো নবী-পরিবারের ফয়েয লাভ করার সৌভাগ্য জুটেনি। এ সকল সনদ ও সিলসিলা দ্বারা নবী-পরিবারের জ্ঞানের ভাণ্ডার একমাত্র ইমাম আযম (রহ.)-এর ভাগ্যে জুটেছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর সে সকল শায়খ ও সনদের তালিকা পেশ করা হল:

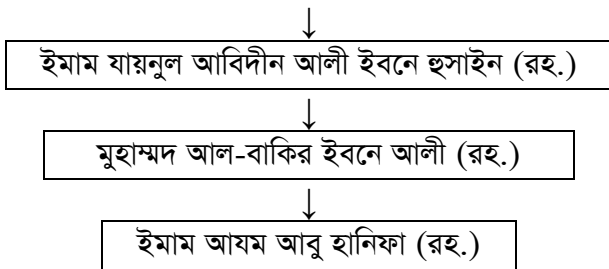
১০. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা

হযরত আলী মুরতাযা (রাযি.)



ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রহ.)



ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর পরিচয়

তাঁর পুরো নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী যায়নুল আবিদীন যিনি মুহাম্মদ আল-বাকির নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশ পরম্পরা হল: মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় মদীনা শরীফে ৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১১৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রখ্যাত আলিম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম ও প্রথম সারির তাবয়ীগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
২. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রহ.),
৫. হযরত আলী ইবনে হুসাইন (যাইনুল আবিদীন) (রহ.) ও
৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)।

তাঁর নানা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণনা নাসায়ী শরীফে উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাযি.)-সূত্রে বর্ণিত সুনানে আবু দাউদে রয়েছে।^১

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ইমাম আযম হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন। ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) ও ইমাম ইমাম জালাল উদ্দীন

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪০১-৪০২; (খ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৫৬

আস-সুয়ুতী (রহ.) নিজ কিতাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর জীবনীতে তাঁর শায়খগণের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^১

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) সেই সোভাগ্যবান ব্যক্তি যাকে নবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায় হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করেছেন। এ বর্ণনাকে ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.), ইমাম সিবত ইবনুল জওযী (রহ.), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আল-মক্কী (রহ.) ও আল্লামা মুমিন ইবনে হাসান শাবলঞ্জী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.) বর্ণনা করেন,

عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ وَعَلَّتْ سِنُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ صَبِيٌّ الصَّبِيُّ ذَلِكَ، فَقَالَ جَابِرٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: ابْنِي مُحَمَّدٌ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَبَكَى وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ صَحْبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَبَّلَهُ وَأَعْتَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَوْلَدُ لِابْنِي هَذَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ عَلِيٌّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ: سَيِّدُ الْعَابِدِينَ، فَيَقُومُ هُوَ، وَيَوْلَدُ لَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ إِذَا رَأَيْتَهُ يَا جَابِرُ! فَأَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِنِّي، وَاعْلَمْ أَنَّ بَقَاكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَلِيلٌ».

আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত, আমরা হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, বয়সের কারণে তাঁর দৃষ্টি দুর্বল হয়ে গেছে। তখন ইমাম আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবিদীন

^১ (ক) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪০১; (ঙ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ৫৬

(রহ.) নিজ ছোট বাচ্চা মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-কে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম জানালেন। নিজ ছেলেকে বললেন, তুমি তোমার চাচার নিকট যাও এবং মাথা নুয়ে তাঁর মাথা চুমু খাও। তখন বাচ্চা সেরকম করল। তখন হযরত জাবির (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? তিনি বলেন, এ হল আমার সন্তান মুহাম্মদ। তা শোনামাত্র তিনি বাচ্চাকে বুকে নিলেন এবং ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। অতঃপর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে মুহাম্মদ! নবী করীম (সা.) তোমাকে তাঁর সালাম বলতে বলেছেন। তাঁর এক বন্ধু তাঁর থেকে জিজ্ঞেস করলেন ঘটনা কী? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি একসময় নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম তখন সে সময় তাঁর নিকট হুসাইন ইবনে আলী উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর বুকে নিলেন এবং তাঁকে চুমু খেয়ে পাশে বসালেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘আমার এ সন্তানের ঔরসে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার নাম হবে আলী। যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে আরশের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি ঘোষণা দেবে যে, ইবাদতকারীদের নেতা দাঁড়াও, তখন সে সন্তান দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁর থেকে এক সন্তান মুহাম্মদ নামে জন্মগ্রহণ করবে। ওহে জাবির! যখন তুমি তাঁকে দেখবে তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে এবং জেনে রাখ এ দিনের পরে তোমার জীবন সামান্য বাকী থাকবে।’^১

২. ইমাম সিবত ইবনে জওয়ী (ওফাত: ৬৫৪ হি.) অন্য বর্ণনায় বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল-বাকির হযরত জাবির (রাযি.)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তখন তিনি তাকে সালাম করার পর জিজ্ঞেস করলেন কে? তিনি বললেন, مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ (মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন)। তিনি বলেন, أَذُنٌ مِنِّي (আপনি আমার নিকটে আসুন)। অতঃপর তিনি যখন নিকটে আসল তখন তিনি তার হাত পা চুমু খেলেন,

^১ (ক) ইবনুল জাওয়ী, *আল-মওযু‘আত*, খ. ২, পৃ. ৪৪; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫৪, পৃ. ২৭৬; (গ) সিবত ইবনুল জওয়ী, *তায়কিরাতু খাওয়াসিল উম্মা বি-যিকরি খাসায়িসিল আইয়িম্মা*, পৃ. ৩০৩; (ঘ) ইবনে তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ ফি নুকযি কালামিশ শীআ আল-কদরিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১১; (ঙ) আল-হায়সামী, *আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফয ওয়ায যালাল ওয়ায যান্দাকা*, খ. ২, পৃ. ৫৮৬; (চ) আশ-শাবলানজী, *নুরুল আবসার ফী মানাকিব আলি বায়তিন নাবী আল-মুখতার সাব্বাহা আলয়াহি ওয়া সাব্বাম*, পৃ. ২৮৮

অতঃপর তাকে বললেন, رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ (নবী (সা.) আপনাকে সালাম বলেছেন)।^১

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা

আকাবের তাবেয়ী ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তাঁর উঁচুমানের মর্যাদা প্রকাশ এভাবে করেছেন,

১. ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর জ্ঞানে গভীরতা স্বীকার করে বলেন,

مَا رَأَيْتُ جَوَابًا أَفْحَمُ مِنْهُ.

‘আমি এর চেয়ে নিশ্চুপকারী কোনো উত্তর দেখিনি।’^২

ইমাম আযম (রহ.) ৪ হাজার শিক্ষকের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি তাঁর কোন শিক্ষকের এত ভূয়সী প্রশংসা করেননি। ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর বেলায় ইমাম আযম (রহ.)-এর সে উক্তি তাঁর উঁচুমানের দক্ষতার প্রমাণ।

২. ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আতা আল-মক্কী (রহ.) তাঁর জ্ঞানের গভীরতার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

«مَا رَأَيْتُ الْعُلَمَاءَ عِنْدَ أَحَدٍ أَصْغَرَ عِلْمًا مِنْهُمْ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْحَكَمَ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ مُتَعَلِّمٌ».

‘আলিমদেরকে তাদের চেয়ে কম জ্ঞানীর নিকট বসতে দেখেনি এবং সে সকল ওলামা থেকে কিছু আবু জাফর (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত হতে। আমি হাকাম ইবনে উতাইবা (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দেখিছি।’^৩

ইমাম হাকাম (ওফাত: ১১৩ হি.)-এর গণনা প্রধান প্রধান মুহাদ্দিসগণের তালিকায় গণ্য। তিনিও ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির

^১ সিবত ইবনুল জওযী, *তায়কিরাতু খাওয়াসিল উম্মা বি-যিকরি খাসায়িসিল আইয়িম্মা*, পৃ. ৩০৩

^২ সিবত ইবনুল জওযী, *তায়কিরাতু খাওয়াসিল উম্মা বি-যিকরি খাসায়িসিল আইয়িম্মা*, পৃ. ৩০২

^৩ (ক) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৩, পৃ. ১৮৬; (খ) ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, খ. ২, পৃ. ১১০; (গ) সিবত ইবনুল জওযী, *তায়কিরাতু খাওয়াসিল উম্মা বি-যিকরি খাসায়িসিল আইয়িম্মা*, পৃ. ৩০২

৫৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

(রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

৩. ইমাম ইবনে সা'দ (ওফাত: ২৩০ হি.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন,

كَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ.

‘তিনি বিশ্বস্ত ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।’^১

৪. ইমাম ইবনে বরকী (ওফাত: ২৪৯ হি.) বলেন,

كَانَ فَتِيهًا فَاضِلًا.

‘তিনি মর্যাদাবান ফকীহ ছিলেন।’^২

৫. ইমাম ইবনে খল্লিকান (ওফাত: ৬৮১ হি.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর জ্ঞানের গভীরতা বর্ণনা করে বলেন,

كَانَ الْبَاقِرُ عَالِمًا سَيِّدًا كَبِيرًا، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْبَاقِرُ، لِأَنَّهُ تَبَقَّرَ فِي الْعِلْمِ، أَيِ تَوَسَّعَ.

‘ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) বড় আলিম ও বড় সরদার ছিলেন। তাকে আল-বাকির উপাধি এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, তিনি জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করেছেন।’^৩

৬. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) (ওফাত: ৭৪৮ হি.) তাঁর আলোচনা ওভাবে করেন যে,

وَشَهِرَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْبَاقِرِ، مِنْ: بَقَرَ الْعِلْمِ، أَيِ: شَقَّهُ، فَعَرَفَ أَصْلَهُ وَخَفِيَّةً، وَلَقَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ إِمَامًا مُجْتَهِدًا، نَالِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ، كَبِيرَ الشَّانِ.

‘ইমাম আবু জাফর আল-বাকির (রহ.) নামে প্রসিদ্ধ। বাকের মানে যিনি জ্ঞানের বক্ষ বিদীর্ণ করে লুকায়িত তথ্য অর্জন করেছেন। আবু জাফর ইমাম, মুজতাহিদ ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী ও বড় মর্যাদার মালিক।’^৪

৭. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

^১ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৩১২

^২ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৩১২

^৩ ইবনে খল্লিকান, ওয়াফয়াতুল আ'য়ান ওয়া আশাউ আবনায়ায যামান, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

^৪ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪০২

وَقَدْ عَدَّه النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ فِي فَقَهَاءِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى
الْاِخْتِجَاعِ بِأَبِي جَعْفَرٍ.

‘ইমাম নাসয়ী প্রমুখ তাঁকে মদীনা শরীফের ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাদীসের হাফিযগণ আবু জাফর হুজ্জত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।’^১

ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও ইমাম আযম (রহ.)-এর মধ্যখানে কথোপকথন

১. ইমাম আযম (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর সাথে মদীনা শরীফে সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর ওপর অনেক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি হাদীস ছেড়ে দিয়ে কিয়াসের ওপর আমল করার আপবদ দেন, তার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) তাঁর থেকে জিজ্ঞেস করলেন,
أَنْتَ الَّذِي خَالَفْتَ أَحَادِيثَ جَدِّي ﷺ بِالْقِيَاسِ.

‘আপনি কি সেই ব্যক্তি যে অনুমানের ওপর আমার দাদার হাদীসের বিরোধিতা করেন?’

ইমাম আযম (রহ.) বলেন, আল্লাহর পানাহ! আপনি তাশরীফ রাখুন, আমি আপনাকে আরয করি, আপনার ইজ্জত ও হুরমাত আমাদের ওপর এত জরুরি যে রকম আপনার দাদার ইজ্জত রক্ষা সাহাবীদের ওপর জরুরি ছিল। তখন ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) তাশরীফ রাখলে ইমাম আযম (রহ.)ও তাঁর সামনে বসলেন এবং আরয করলেন, আমি আপনার থেকে ৩টি কথা জানতে চাই। আপনি তার সমাধান দেবেন?

১. প্রথম প্রশ্ন হল:

الرَّجُلُ أَوْ ضَعْفُ أُمِّ الْمَرْأَةِ.

‘পুরুষ দুর্বল না মহিলা দুর্বল?’

তিনি বললেন, মহিলা। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদের মীরাসে কত অংশ? তিনি বললেন,

^১ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪০২

মহিলার অংশ পুরুষের অর্ধেক। এ উত্তর শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বললেন,

هَذَا قَوْلُ جَدِّكَ، وَلَوْ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ، لَكَانَ يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ أَنْ
يَكُونَ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَضْعَفُ مِنَ الرَّجُلِ.

‘এটা আপনার নানার কথা, যদি আমি কিয়াসের মাধ্যমে আপনার নানার কথাকে পরিবর্তন করতে চাইতাম। তখন পুরুষকে এক অংশ দিতাম ও মহিলাদের ডাবল দিতে বলতাম। কেননা মহিলা পুরুষের চেয়ে দুর্বল।’

২. অতঃপর ইমাম আযম (রহ.) দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, নামায উত্তম, না রোযা? ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) বলেন, নামায। তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন,

هَذَا قَوْلُ جَدِّكَ، وَلَوْ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ، فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
طَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَمَرْتُهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَلَا تَقْضِيَ الصَّوْمَ.

‘তা আপনার নানার ইরশাদ। যদি আমি কিয়াসের দ্বারা আপনার নানার দীনকে পরিবর্তন করতে চাইতাম, মহিলা যখন হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন যুক্তি দিয়ে বলতাম, সে রোযা কাযা করার পরিবর্তে যেন নামায কাযা করে।’

৩. অতঃপর আবু হানিফা (রহ.) তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, পেশাব বেশি নাপাক নাকি বীর্য? ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) বলেন পেশাব। তখন ইমাম আযম (রহ.) বললেন,

هَذَا قَوْلُ جَدِّكَ، وَلَوْ حَوَّلْتُ دِينَ جَدِّكَ، فَالْقِيَاسُ لَكُنْتُ أَمَرْتُ أَنْ
يَغْتَسِلَ مِنَ الْبَوْلِ وَيَتَوَضَّأَ مِنَ النُّطْفَةِ، لِأَنَّ الْبَوْلَ أَقْدَرُ مِنَ النُّطْفَةِ،
وَلَكِنَّ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَحَوَّلَ دِينَ جَدِّكَ بِالْقِيَاسِ.

‘যদি আমি যুক্তি দিয়ে আপনার নানার কথা পরিবর্তন করতে চাইতাম তখন আমি ফতওয়া দিতাম পেশাব করলে গোসল করতে হবে এবং বীর্য বের হলে অযু করতে হবে। কেননা পেশাব বীর্য থেকে বেশি নাপাক। কিন্তু আমি আপনার নানার ধর্ম পরিবর্তন করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।’

একথা শোনামাত্র ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) নিজ আসন থেকে উঠে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন। তাঁকে সম্মান করলেন ও তাঁর কপালে চুমু খেলেন।^১

এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে ইমাম আযম (রহ.)-এর কুরআন ও হাদীস অনুধাবন এবং দূরদর্শিতার বিপরীতে বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে, ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর মতো লোকও তার ব্যাপারে সংকোচ প্রকাশ করেছেন। যখন ইমাম আযম (রহ.) বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে দূরদর্শিতা প্রকাশ করলেন তখন ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) শুধু নিজ অভিযোগ প্রত্যাহার করেননি; বরং ইমাম আযম (রহ.)-এর জ্ঞানের গভীরতার স্বীকৃতি দিলেন। তার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনাও বিদ্যমান।

২. সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহের বর্ণনাকারী আবু হামযা আস-সুমালাী (ওফাত: ১৪৮ হি.) বলেন,

كُنَّا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ، فَأَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مَا أَحْسَنَ هَدْيُهُ وَسَمْتُهُ وَمَا أَكْثَرَ فِقْهَهُ.

‘আমরা ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর থেকে কিছু মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ.) তার উত্তর দিলেন। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন চলে গেলেন তখন ইমাম আবু জাফর (রহ.) আমাদেরকে বলেন, এ ব্যক্তির হেদায়াত কত ভালো, তাঁর রাস্তা কত উজ্জ্বল এবং তাঁর নিকট ধর্মের কত গভীর জ্ঞান রয়েছে।^২

৩. এক সময় ইমাম আযম (রহ.) মক্কা মুকাররামায় ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাকে দেখে বলেন, আবু হানিফা! আপনাকে দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখছি।

^১ (ক) আল-মুওয়াফফিক, মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ১৬৮; (খ) আল-হায়সামী, আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আযম আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৭৬;

(গ) মুহাম্মদ আবু যুহরা, আবু হানীফা: হায়াতুহু ওয়া আসরুহু, আরারউহ ওয়া ফিকরুহ, পৃ. ৭১

^২ (ক) ইবনে আবদুল বারর, আল-ইনতিকা ফী ফাযায়িলস সালাযাতিল আয়িম্মাতিল মুকাহা, পৃ. ১৯৩;

(খ) আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আযম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৩৩

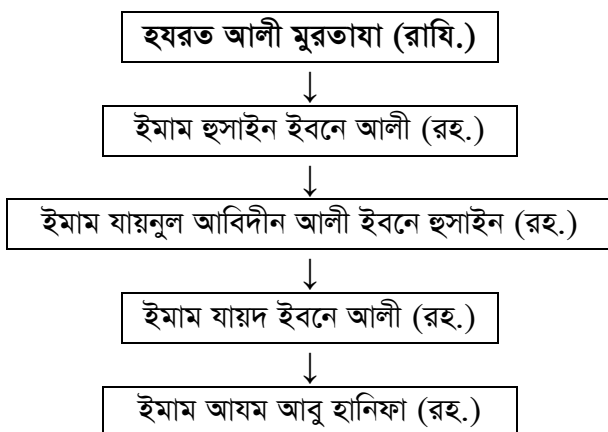
أَنْتَ تَحْيِي سُنَّةَ جَدِّي، وَقَدْ إِنْدَرَسَتْ وَتَكُونُ مُعِينًا لِكُلِّ مُلْهُوبٍ وَغِيَاثًا
لِكُلِّ مَهْمُومٍ، يَسْأَلُكَ بِكَ الْمُتَحَيِّرُونَ إِذَا وَفَّقُوا، تَهْدِيهِمْ إِلَى الْوَاضِحِ مِنَ
الطَّرِيقِ إِذَا تَحَيَّرُوا، فَلَكَ مِنَ اللَّهِ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ حَتَّى تُشَارِكَ الرَّبَّانِيَيْنِ فِي
الطَّرِيقِ.

‘আপনি আমার নানার মুছে যাওয়া সুন্নাতকে জীবিত করবেন। আপনি প্রত্যেক দুঃখীকে সাহায্য করবেন এবং প্রত্যেক বিপদগ্রস্থকে সাড়া দেবেন। বিপদগ্রস্থলোক যখন নিরুপায় হবে তখন আপনার শরণপন্ন হবে। আপনি পথহারা ব্যক্তিদেরকে পথের দিশা দেবেন। আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। এমনকি আপনি সত্যের রাস্তায় আল্লাহঅলাদের সাথে থাকবেন।’^১

ইমাম আবু নু‘আইম আল-ইসফাহানী (রহ.), সাদ্দিদ ইবনে উফাইর (রহ.) এবং মাসআব আয-যুবাইরীর মতে ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির ১১৪ হিজরীতে ওফাত বরণ করেছেন।^২

১১. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



^১ আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আযম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৩১

^২ আয-যাহাবী, সিয়াকু আলামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪০৯

ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর পরিচয়

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর ভাই ও ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এরও শিষ্য। তাঁর পরিপূর্ণ বংশ পরম্পরা হল যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব। তিনি মদীনা শরীফে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর পিতা ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর সূত্রে সাইয়িদুনা ইমাম হাসান (রাযি.), ইমাম হুসাইন (রাযি.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হানারিফা (রহ.)-এর শিষ্য।

ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হি.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-কে নিজ আস-সিকাত কিতাবে তাবেয়ী অন্তর্ভুক্ত করে লিখেন,

رَأَى جَمَاعَةً مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘ইমাম যায়দ নবী (সা.)-এর সাহাবীদের একদলকে দেখেছেন।’^১

ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রাযি.) নিম্নোক্ত তাবেয়ীগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

১. নিজ পিতা ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.),
২. নিজ ভাই ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.),
৩. হযরত আবান ইবনে ওসমান (রহ.),
৪. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.) ও
৫. হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রহ.)।^২

ইমাম মুওয়াফ্ফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.) ও সীরাত-প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খগণের তালিকায় ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৩

ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও স্থান

নবী-পরিবারের ইমামগণ এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তাঁর জ্ঞানের মর্যাদা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

^১ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৪, পৃ. ২৪৯

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১০, পৃ. ৯৬; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ৩৬২

^৩ (ক) আল-মুওয়াফ্ফিক, মানাকিবুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৪৪; (খ) আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৭২

৬১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১. ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর সন্তান ইমাম জাফর আস-সাদিক (ওফাত: ১৪৮ হি.) নিজ চাচা ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর জ্ঞানের স্থানকে নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে,

كَانَ وَاللهُ أَفْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ، وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ اللهِ، وَأَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ، وَاللهُ مَا تَرَكَ فِينَا لِدُنْيَا وَلَا لِآخِرَةِ مِثْلُهُ.

‘মহান আল্লাহর কসম! ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রাযি.) আমাদের মাঝে সবচেয়ে কুরআন পাঠকারী, আল্লাহর ধর্মকে আমাদের থেকে সবচেয়ে অনুধাবনকারী এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তা রক্ষাকারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! দুনিয়া ও আখিরাতে এখন আমাদের মাঝে তাঁর মতো কেউ নেই।’^১

২. ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) অন্য আরেকটি স্থানে ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

رَحِمَ اللهُ عَمِّي، كَانَ وَاللهُ سَيِّدًا، لَا وَاللهُ مَا تَرَكَ فِينَا لِدُنْيَا وَلَا لِآخِرَةِ مِثْلُهُ.

‘মহান আল্লাহ আমার চাচার ওপর দয়া করুন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কসম তিনি সরদার ছিলেন। আল্লাহর কসম দুনিয়া ও আখিরাতে এখন আমাদের মাঝে তাঁর মতো কেউ নেই।’^২

৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আশ-শা’বী (ওফাত: ১০৪ হি.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

وَاللهُ مَا وَلَدَ النِّسَاءُ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَلَا أَفْقَهُ، وَلَا أَشَجَعَ، وَلَا أَزْهَدًا.

‘মহান আল্লাহর কসম! কোনো মহিলা যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর চেয়ে অতি মর্যাদাবান বিজ্ঞ ফকীহ, অতি-বাহাদুর ও তাঁর চেয়ে বেশি মুত্তাকী জন্ম দেয়নি।’^৩

৪. ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীযী (ওফাত: ১২৮ হি.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ، فَلَمْ أَرِ فِي أَهْلِهِ مِثْلَهُ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلَا أَفْضَلَ، وَكَانَ

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়েল রিজাল, খ. ১০, পৃ. ৯৭; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবাল, খ. ৫, পৃ. ৩৯০

^২ ইবনে আসাকির, তারীখু দামিশক, খ. ১৯, পৃ. ৪৫৮

^৩ আল-মাকরীযী, আল-মাওয়াযিয় ওয়াল ই’তিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার, খ. ৩, পৃ. ৩১৭

أَفْصَحُهُمْ لِسَانًا، وَأَكْثَرُهُمْ زُهْدًا وَبَيَانًا.

‘আমি যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-কে দেখেছি, আমি তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের কাউকে তাঁর মতো পাইনি। তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী দেখিনি। তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান দেখিনি। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে সবার উপরে। তাপস্য ও বক্তৃতায় সবার শ্রেষ্ঠ।’^১

৫. ইমাম আ’মশ (ওফাত: ১৪৭ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مَا كَانَ فِي أَهْلِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَ زَيْدٍ، وَلَا رَأَيْتُ فِيهِمْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلَا أَفْصَحُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَشَجُعُ.

‘ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর পরিবারে কেউ ইমাম যায়দ (রহ.)-এর মতো জন্ম নেয়নি। আমি তাঁর পরিবারে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান, তাঁর চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ ভাষাভাষী, তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও তাঁর চেয়ে বেশি বাহাদুর দেখিনি।’^২

৬. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর জ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

شَاهَدْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ كَمَا شَاهَدْتُ أَهْلَهُ، فَمَا رَأَيْتُ فِي زَمَانِهِ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ، وَلَا أَسْرِعُ جَوَابًا، وَلَا أَيْبُنُ قَوْلًا.

‘আমি যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। যেমনি আমি তাঁর পরিবারের লোকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাঁর যুগে তার চেয়ে বড় ফকীহ তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী, তাঁর চেয়ে বেশি তড়িৎ উত্তরদাতা ও স্পষ্টভাষী আর দেখিনি।’^৩

৭. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (ওফাত: ৭২৪ হি.) তাঁর জীবনীতে লিখেন,

رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «مُسْنَدِ عَلِيٍّ»، وَابْنُ مَاجَةَ.

‘ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁদের সুনানে,

^১ আল-মাকরীযী, আল-মাওয়াযিয় ওয়াল ই’তিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার, খ. ৩, পৃ. ৩১৭

^২ আল-মাকরীযী, আল-মাওয়াযিয় ওয়াল ই’তিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার, খ. ৩, পৃ. ৩১৭

^৩ (ক) আল-মাকরীযী, আল-মাওয়াযিয় ওয়াল ই’তিবার বি-যিকরিল খুতাত ওয়াল আসার, খ. ৩, পৃ. ৩১৭; (খ) মুহাম্মদ আবু যুহরা, আবু হানীফা: হায়াতুহ ওয়া আসরুহ, আরাউহ ওয়া ফিকরুহ, পৃ. ৭০; আর-রাওযুল নাযীর শরহ মাজমুয়িল ফিকহিল কবীর সূত্রে

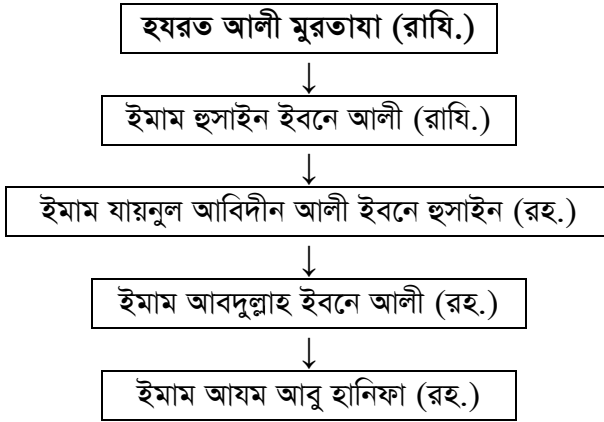
৬৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম নাসায়ী (রহ.) মসনদে আলীর মধ্যে এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর সুনানে ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^১

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.)-এর ওফাত ১২২ হিজরীতে হয়েছে।^২

১২. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.)-এর পরিচয়

তাঁর পরিপূর্ণ বংশ-পরম্পরা হল ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী।

১. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.) নিজ পিতার চাচা হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রহ.) ও নিজ পিতা ইমাম যাইনুল আবিদীন আলী ইবনে হুসাইন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৩
২. ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.) থেকে নিজ সুনানে বর্ণনা করেছেন।^৪

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১০, পৃ. ৯৭

^২ আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৩৯০

^৩ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১৫, পৃ. ৩২১; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ২৮৪

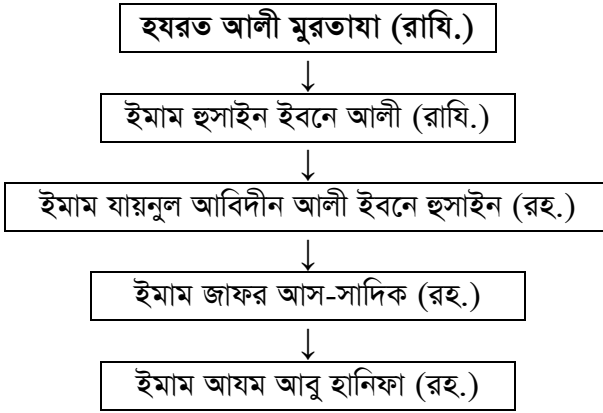
৩. ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হি.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.)-এর আলোচনা সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের মধ্যে করেছেন।^১

ইমাম ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী (রহ.)-এর নাম ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের তালিকায় লিখেছেন।^২

১৩. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)

থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর পরিচয়

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু ইসমাইল, তাঁর উপাধি সাদিক। তাঁর বংশ-পরম্পরা জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী। তিনি মদীনা শরীফে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ও ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর মাতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রপৌত্রী হযরত ফরওয়া বিনতে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ। আর হযরত ফরওয়ার মাতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহ.)-এর পৌত্রী হযরত আসমা বিনতে আবদুর রহমান। সে কারণে ইমাম

^১ (ক) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৫, পৃ. ৩২১; (খ) আল-আসকলানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ২৮৪

^২ ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৭, পৃ. ২

^৩ আস-সালিহী, *উকদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানিফা আন-নুমান*, পৃ. ৭৭

৬৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

জাফর আস-সাদিক (রহ.) বলতেন,

وَلَدَنِي الصَّدِيقُ مَرَّتَيْنِ.

‘হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দিক দিয়ে আমার জন্ম দু’বার হয়েছে।’^১

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) নিজ পিতা মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও নিজ নানা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীকী (রহ.) থেকে বর্ণনা করা ব্যতীত নিম্নোক্ত প্রখ্যাত তাবিয়ী থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন। যথা—

১. হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি (রহ.),
২. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.),
৩. হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.),
৪. হযরত নাফি’ মাওলা ইবনে ওমর (রহ.),
৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.),
৬. হযরত ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) ও
৭. হযরত মুসলিম ইবনে আবু মারইয়াম (রহ.)।^২

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^৩

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ তাঁর জ্ঞানের গভীরত ও স্থান বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

১. সাহিহ ইবনে আবুল আসওয়াদ (রহ.) বলেন, আমি জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-কে সরাসরি বলতে শুনেছি,

سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي؛ فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي.

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ১৬৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৫, পৃ. ৭৪-৭৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৫৫

^৩ (ক) আল-মুওয়াফফিক, *মানাকিবুল ইমাম আল-আ’যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪২; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৫, পৃ. ৭৬; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৫৬

‘আমার থেকে হাদীসের ব্যাপারে প্রশ্ন কর আমি চলে যাওয়ার পূর্বে (মৃত্যুর পূর্বে)। কেননা আমার পরে কেউ আমার মতো হাদীস বর্ণনা করবে না।’^১

২. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আপনি কাকে বড় ফকীহ হিসাবে পেয়েছেন তখন তিনি বললেন,

مَا رَأَيْتُ أَفْقَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

‘আমি ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ দেখিনি।’^২

ইমাম আযম (রহ.) নিজ শিক্ষক ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর কাছে মদীনা শরীফে দু’বছর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি সে দু’বছরের গুরুত্ব এবং নিজ শায়খের জ্ঞানগত মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

لَوْلَا السَّتَّانِ لَهْلَكَ النُّعْمَانُ.

‘যদি ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর সেখানে অতিবাহিত দু’বছর না হত তবে নু’মান ইবনে সাবিত ধ্বংস হয়ে যেত।’^৩

৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু যুরআ (রহ.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ: أَيُّهَا أَصَحُّ؟

‘ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) নিজ পিতা থেকে, সুহাইল নিজ পিতা থেকে আর আলা নিজ পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করা কোন স্তরের এবং তাঁদের মধ্যে কোন পদ্ধতি বিশুদ্ধ।’

তিনি বলেন,

لَا يُقَرُّنُ جَعْفَرُ إِلَى هَؤُلَاءِ.

‘ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর মতো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁদের সাথে না মিলানো হোক।’^৪

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৯; (খ) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ১৬৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৯; (খ) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ১৬৬

^৩ মাহমুদ শুকরী আল-আলুসী, মুখতাসারুত তুহফাতিলি ইসনায় আশারিয়া, পৃ. ৮

৬৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৪. ইমাম আবদুর রহমান ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) নিজ পিতা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু হাতিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন,

ثِقَّةٌ لَا يَسْأَلُ عَنْ مَثَلِهِ.

‘বিশ্বস্ত, তাঁর মতো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।’^২

৫. ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদী (রহ.) বলেন,

وَلَجَعَفَرُ حَدِيثٌ كَثِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَنُسَخَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ مِنَ الْأَثَمَةِ مِثْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَشُعْبَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ النَّاسِ.

‘ইমাম জাফর (রহ.)-এর নিকট নিজ পিতার মাধ্যমে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে তিনি নবী (সা.) থেকে, তেমনি নিজ পিতার মাধ্যমে নিজ পিতামহ থেকে অনেক হাদীস এবং নবী-পরিবার থেকে অনেক পুস্তক রয়েছে। তাঁর থেকে হযরত ইবনে জুরাইজ (রহ.) ও হযরত শু’বা (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর গণনা বিশ্বস্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত।’^৩

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর মুখে ইমাম আযম (রহ.)-এর ফতওয়ার স্বীকৃতি

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মসজিদে হারমে বসে বসে ফতওয়া দিচ্ছিলেন। সে সময় ইমাম জাফর (রহ.) উপস্থিত হলেন এবং মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জানা মাত্র দাঁড়িয়ে আরজ করলেন,

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! لَوْ عَلِمْتُ أَوَّلَ مَا وَقَفْتُ لِمَا قَعَدْتُ وَأَنْتَ فَائِمٌ، فَقَالَ: إِبْرَئِيلُ، فَأَنْتَ النَّاسُ، فَعَلَى هَذَا أَذْرَكْتُ أَبَائِي.

‘হে রাসূলের সন্তান! যদি আমি আপনার এখানে দাঁড়ানোর কথা

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮; (খ) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হফফায়, খ. ১, পৃ. ১৬৬

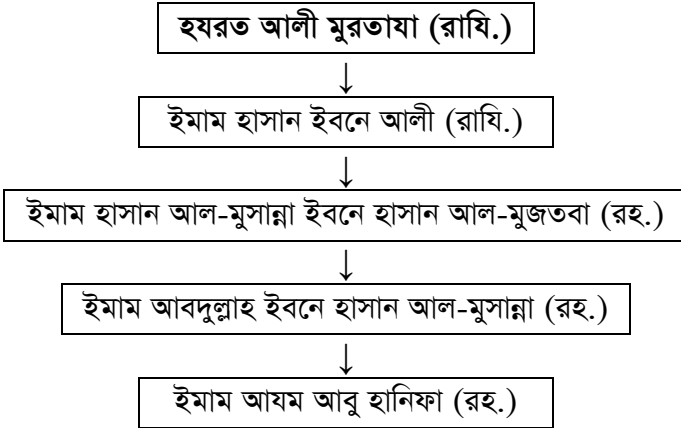
^৩ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮

জানতাম তখন আমি আপনা দাঁড়ানো অবস্থায় বসতাম না। কাউকে ফতওয়াও দিতাম না। তিনি বললেন, আপনি বসে মানুষদেরকে ফতওয়া দিন, আমি আমার বাপ-দাদাকে এ পদ্ধতির ওপর পেয়েছি।^১

ইমাম আবুল হাসান আল-মাদায়িনী (রহ.), খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.), ইমাম জুবাইর ইবনে বাক্কার (রহ.) ও অন্যান্য ইমামের মত ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর ওফাত ১৪৮ হিজরীতে হয়েছে।

১৪. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্নার পরিচয়

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তার পুরো বংশ-পরম্পরা আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুজতাবা ইবনে আলী ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশমী। তিনি ছিলেন মদীনা শরীফের প্রখ্যাত আলিম ও মাশায়িখের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্মানিতা মাতা সাইয়িদুনা ইমাম হুসাইন (রহ.)-এর কন্যা ফাতিমা আস-সুগরা (রহ.) এবং পিতা হযরত ইমাম হাসান (রাযি.)-এর পুত্র ইমাম হাসান আল-মুসান্না (রহ.) ছিলেন।

^১ আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ১১৬

৬৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালীনী (রহ.) নিজ নিজ কিতাবে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন, ইমাম আবদুল্লাহ নিজ পিতা ইমাম হাসান আল-মুসান্না (রহ.) ও নিজ মাতা সাইয়িদা ফাতিমা আস-সুগরা (রহ.) ছাড়াও নিম্নোক্ত তাবেরীগণ থেকেও বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রহ.),
২. হযরত ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা (রহ.),
৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ (রহ.),
৪. হযরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.) ও
৫. হযরত আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাযম (রহ.)।^১

ইমাম মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাযযায় আল-কারদারী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী (রহ.)-এর গবেষণা মতে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসেরে শায়খ ছিলেন।^২

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও অবস্থান

ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর উচ্চমানের মর্যাদার বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেন:

১. ইমাম মাসআব ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ عُلَمَائِنَا يُكْرَمُونَ أَحَدًا مَا يُكْرَمُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ.

‘আমি আমার যুগের আলিমদেরকে এত বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে দেখিনি যে রকম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসানকে সম্মান

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৭১; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৫, পৃ. ৩৩; (গ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ৪১৫;

(ঘ) আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

^২ (ক) আল-মুওয়াফফিক, মানাকিবুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৪৬; (খ) আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৭৮; (গ) আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান, পৃ. ৭৬

করতে দেখেছি।^১

২. ইমাম জরীর ইবনে আবদুল হামিদ (ওফাত: ১৮৮ হি.) বলেন,

كَانَ الْمُغِيرَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهُ الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَذِهِ الرَّوَايَةُ
الصَّادِقَةُ.

‘যখন মুগীরা ইবনে মিকসাম (রহ.)-কে আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করা হত তখন তিনি বলতেন, এ বর্ণনা সত্য, সেখানে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই।’^২

৩. ইমাম আবদুল খালিক ইবনে মনসুর (রহ.) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আউফ আল-আনসারী (রহ.) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন,

هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثِقَةٌ.

‘এই আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব বিশ্বস্ত (হাদীস বর্ণনাকারী)।’^৩

৪. ইমাম আবদুর রহমান ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) (ওফাত: ৩২৭ হি.) বলেন, আমি আমার পিতা আবু হাতেমকে বলতে শুনেছি,

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثِقَةٌ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী বিশ্বস্ত।’^৪

৫. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রহ.)-কে নিজ কিতাব আস-সিকায় বিশ্বস্ত গণনা করেছেন।^৫

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.) উচুমানের মর্যাদা রাখার কারণে ৪ সূনানের প্রণেতাগণ তথা ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম

^১ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৯, পৃ. ৪৩২

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৫, পৃ. ৩৩; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

^৩ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৯, পৃ. ৪৩২; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

^৪ ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৫, পৃ. ৩৩

^৫ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৭, পৃ. ১

৭১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

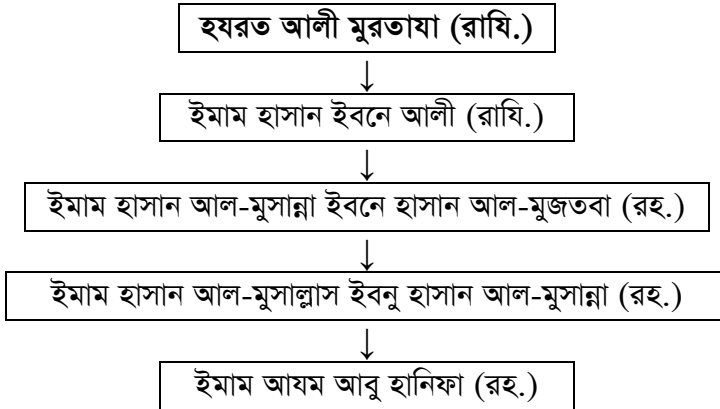
আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) নিজ নিজ সুনানে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন,

رَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ.

‘চার সুনানের প্রণেতাগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।’^১

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম যুবাইর ইবনে বাক্কার (রহ.)-এর গবেষণা মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান (রহ.) ৭২ বছর বয়সে কুফায় ১৪৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।^২

১৫. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন
ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস ইবনুল হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর পরিচয়

ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.)-এর বংশ পরম্পরা হল, হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.) ইবনে হাসান আল-মুজতাবা ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী। তাঁর সম্মানিত মাতা ছিলেন সাইয়িদুনা

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ৪১৭; (ঘ) আল-আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

^২ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ৪১৭

ইমাম হুসাইন (রহ.)-এর কন্যা সাইয়িদুনা ফাতিমা আস-সুগরা (রহ.) আর পিতা ইমাম হাসান (রহ.)-এর ছেলে ইমাম হাসান আল-মুসাল্লা (রহ.) এবং তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসাল্লা (রহ.)-এর ভাই ।

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) নিজ নিজ কিতাবে ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম হাসান আল-মুসাল্লা (রহ.) ও নিজ মাতা সাইয়িদা ফাতিমা আস-সুগরা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন ।^১

ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান আল-মুজতাবা (রাযি.)-এর দ্বিতীয় পৌ-পুত্র ইমাম আল-মুসাল্লাস ইবনে হাসান আল-মুসাল্লাহর শিষ্য ছিলেন । ইমাম ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) উকুদুল জিমান কিতাবে ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.)-কে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়িখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।^২

ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও অবস্থান

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম ও মুহাদ্দিনগণ তাঁর মর্যাদার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেন,

১. ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন ।^৩
২. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকালানীর মতে, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.) থেকে নিজ সুনানে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) লিখেছেন,

رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَةَ حَدِيثًا وَاحِدًا، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى.

‘ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ইমাম হাসান আল-মুসাল্লাস (রহ.) থেকে তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতুল হুসাইন (রহ.) থেকে তিনি হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) থেকে তিনি হযরত ফাতিমা আল-কুবরা

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৮৪; (ঘ) আল-আসকালানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৩০

^২ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানিফা আন-নুমান, পৃ. ৬৯

^৩ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৬, পৃ. ১৫৯

৭৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

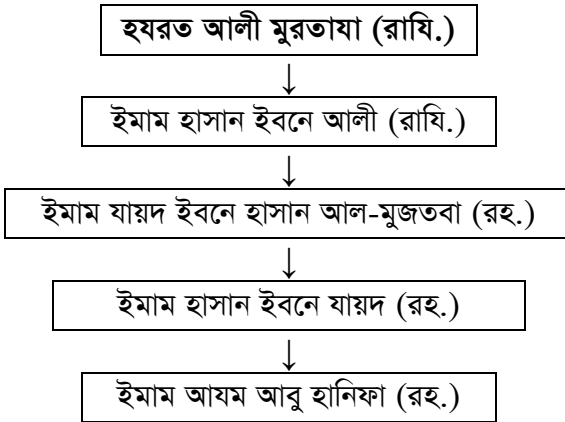
(রাযি.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১

এ হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর আস-সুনানে (কিতাবুল আত'ইমা, বাবু মান বাতা ওয়া ফী ইয়াদিহী রীছ গামার: ২/১০৯৬, হাদীস: ৩২৯৬-এ) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, হযরত হাসান আল-মুসাল্লাস ইবনে হাসান আল-মুসান্নাহ (রহ.)-এর ওফাত ৬৮ বছর বয়সে আবু জাফর মনসুরের বন্দীশালায় ইরাকের হাশিমিয়া গ্রামে ১৪৫ হিজরীতে হয়েছে।^২

১৬. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম হাসান ইবনে যায়দ ইবনে হাসান

আল-মুজতাবা (রহ.)-এর পরিচয়

ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-এর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তাঁর বংশ-পরম্পরা হল হাসান ইবনে যায়দ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৮৯; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৩০

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৮৬; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৩০

তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী আল-মক্কী আল-মাদানী। ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.) সাইয়িদা নাফীসা (রহ.)-এর পিতা ছিলেন। তিনি খলীফা আবু জাফর মনসুরের যুগে মদীনা শরীফের গভর্নর ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম ইবনে মাকুলা (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেন, তিনি নিম্নোক্ত প্রখ্যাত তাবয়ীগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন:

১. নিজ পিতা ইমাম যায়দ ইবনে হাসান আল-মুজতাবা (রহ.),
২. চাচাতো ভাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.),
৩. হযরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
৪. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রহ.),
৫. হযরত মাতলাব ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.),
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযাম (রহ.) ও
৭. মুসলিম ইবনে রিয়াহ মাওলা আলী ইবনে আবু তালিব (রহ.)।^১

সীরতে শামিয়া প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) উকুদুল জিমা'নে ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-কে ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^২

ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও স্তর

প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-এর মর্যাদা ও স্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

১. ইমাম ইবনে সাদ (ওফাত: ২৩০ হি.) ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন,

كَانَتْ عِنْدَهُ أَحَادِيثٌ وَكَانَ ثِقَّةً.

‘তঁার নিকট অনেক হাদীস ছিল, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।’^৩

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ২, পৃ. ২৯৬; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৩, পৃ. ১৪; (গ) ইবনে মাকুলা, আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিযাব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব, খ. ৪, পৃ. ১৬; (ঘ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ১৫২

^২ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান, পৃ. ৬৯

^৩ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ৩৮৬

৭৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

২. ইমাম আজুলী (ওফাত: ২৬১ হি.) ইমাম হাসান ইবনে যায়দ (রহ.)-কে মদীনার বিশ্বস্ত রাবী বলে অভিহিত করেন।^১
৩. ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হি.) ও ইমাম হাসান আল-আনওয়ার (রহ.)-কে বিশ্বস্ত বলেন।^২
৪. হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.) ও ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) লিখেন,

رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا.

‘সুনান-প্রণেতা ইমাম নাসায়ী (রহ.) ইমাম হাসান (রহ.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।’^৩

ইমাম খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.), ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), আবু হিসান আয-যিয়াদী, ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, হযরত হাসান ইবনে যায়দ ইবনে হাসান আল-মুজতাবা (রহ.) ৮৫ বছর বয়সে মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে মক্কার দিকে হাজির নামক স্থানে ১৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।^৪

সাধারণ মানুষের কাছে একথা প্রসিদ্ধ যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) শুধু ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর শিষ্য। অথচ তিনি সে যুগে বিদ্যমান সকল নবী-পরিবারের ইমামগণের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন।

উল্লিখিত গবেষণা দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম (রহ.) সাইয়িদুশ শুহাদা রাসূল তনয়া ফাতিমা বাতুল (রাযি.)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর পৌত্রদের শিষ্য হওয়ার সাথে সাথে উম্মতের নেতা রায়হানাতুর রাসূল যাহাবা (রাযি.)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসান আল-মুজতাবা (রাযি.)-এর পৌত্রদের শিষ্য ছিলেন। তাই বলা যায় যে, জ্ঞান নবীর ঘর থেকে হযরত আলী (রাযি.)-এর পরিবারে অনুপ্রবেশ করে সে জ্ঞান

^১ আল-ইজলী, মা’রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যু’আফা ওয়া যিকরি মাযাহাবিহিম ওয়া আখবারিহিম, খ. ১, পৃ. ২৯৪

^২ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৬, পৃ. ১৬০

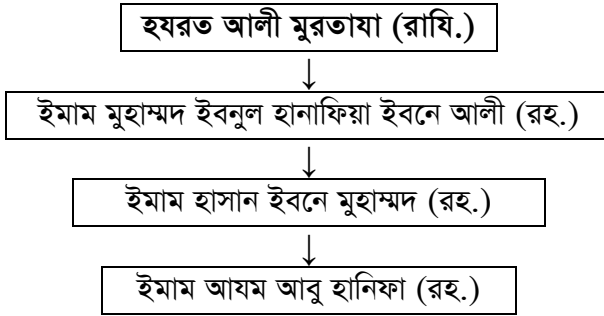
^৩ ইবনে সা’দ, আত-তাযাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ৩৮৬

^৪ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ১৬২; (খ) আয-যাহাবী, মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ২, পৃ. ২৩৯; (গ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৪৩

হযরত আলী (রাযি.)-এর দু'তনয় ইমাম হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর পরিবারের মাধ্যমে ইমাম আযম (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নবী-পরিবারের ইমামগণ ও রাসূল (সা.)-এর ঘরের সকল বাতি থেকে আলো অর্জন করেছেন।

এ ছাড়া ইমাম আযম (রহ.) অন্য পদ্ধতিতেও নবী-পরিবারের হাদীসের উত্তরাধিকার হয়েছেন, যা আমরা নিম্নে বিশ্লেষণ তুলে ধরছি:

১৭. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর পরিচয়

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাযি.) ব্যতীত সাইয়িদুনা আলী আল-মুরতাযা (রাযি.)-এর একজন স্ত্রী ছিল যিনি বনু হানাফিয়ার খাওলা বিনতে জাফর ইবনে কায়স ইবনে সালামা। যার থেকে তাঁর ছেলে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর জন্ম। তাই সে হিসাবে ইমাম হাসান (রাযি.) ও হুসাইন (রাযি.) তাঁর ভাই পরিগণিত হল। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর সন্তানদের থেকে হযরত হাসান (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। তাই ইমাম হাসান (রহ.)-এর বংশ-পরম্পরা হল, আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে মুহাম্মদ (ইবনুল হানাফিয়া) ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-আলাভী আল-মাদনী। ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাতা হাশিমী বংশের সাথে সম্পর্কিত। যার নাম জামাল বিনতে কায়স ইবনে মাখরামা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ ইবনে মুসাই।^১

^১ আবদুল হাফীয ফারগী, হামযা নুসতারী ও আবদুল হামীদ মুস্তাফা, *সীরাতু আলি বায়তিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, আল-মাকতাবাতুল কাইয়ীমা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ৩৩৬

৭৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসাকলানী (রহ.)-এর গবেষণা মতে ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) নিজ পিতা হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করাসহ নিম্নোক্ত সাহাবা থেকেও বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
২. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৩. হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রাযি.),
৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.),
৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৬. হযরত উবাউদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রাযি.) ও
৭. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)।^১

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী (রহ.) ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের তালিকায় ইমাম হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।^২

ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও স্তর

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদের জ্ঞানগত মর্যাদা ও স্তরের প্রকাশ এভাবে করেছেন।

১. হাদীসশাস্ত্রের বরপুত্র মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (ওফাত: ১২৪ হি) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ ارْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَوْثَقَهُمَا.

‘আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া-তনয়দ্বয় হাসান ও আবদুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে হযরত হাসান

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৭; (খ) আয-যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ৮, পৃ. ৮০; (গ) আল-আসাকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

^২ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৬৯

ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) আমাদের বেশি প্রিয়। এক বর্ণনা ইমাম আয-যুহরী (রহ.) এভাবে বর্ণনা করেন যে তাদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) আমাদের বেশি বিশ্বস্ত।^১

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আমর ইবনে দীনার মক্কী (ওফাত: ১২৬ হি.) উচুমানের মুহাদ্দিস ইমাম যুহরী (রহ.)-এর বিপরীতে ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদাকে এভাবে তুলে ধরেন যে,

مَا كَانَ الزُّهْرِيُّ إِلَّا مِنْ غُلَمَانِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

‘ইমাম আয-যুহরী (রহ.) জ্ঞানের দিক দিয়ে ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর বাচ্চার সমতুল্য।’^২

৩. ইমাম মিসার ইবনে মিকদাম (ওফাত: ১৫৩ হি.) বর্ণনা করেন যে,

كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُفَسِّرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا.

‘ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) নবী করীম (সা.)-এর ফরমানের এভাবে তাফসীর করেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর মতো করতে পারত না এবং তা আমাদের বর্ণনার মতো নয়।’^৩

৪. ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (ওফাত: ১৬১ হি.) বলেন, আমি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আইমান (রহ.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি, যখন ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ মক্কা শরীফে তাশরীফ আনতেন এবং সেখানে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর নিকট কোন ইমামগণ জ্ঞানের জন্য আসত? তিনি বলতেন,

عَطَاءٌ، وَعَمْرُ بْنُ دِينَارٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى وَعَبْرُهُمْ.

‘আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.), আমর ইবনে দীনার (রহ.) ও যুবাইর ইবনে মুসা (রহ.)সহ অন্যান্য তাবিয়ীগণ।’^৪

৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল জাফরী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

^১ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৯; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

^৩ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৯

^৪ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৯; (খ) আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

৭৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ عِنْدَ النَّاسِ.

‘মানুষের নিকট হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) সকল মানুষের মধ্যে সেরা নির্ভরযোগ্য ছিলেন।’^১

৬. খলীফা ইবনে খাইয়াত (ওফাত: ২৪০ হি) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-কে নির্ভরতার দিকে দিয়ে মদীনাবাসীর ইমামদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থরে গণনা করেছেন।^২

৭. ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী (ওফাত: ২৬১ হি) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-কে তাবেয়ী মাদানী ও বিশ্বস্ত লিখেছেন।^৩

৮. ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হি.) তাঁর জ্ঞানের স্থানকে এভাবে বর্ণনা করেন যে,

كَانَ مِنْ عِلْمَاءِ النَّاسِ بِالْإِخْتِلَافِ.

‘তিনি মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি ইমামদের মতানৈক্য বিষয়ে অবগত।’^৪

৯. ইমাম দারাকুতুনী (ওফাত: ৩৫ হি.) ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর ব্যাপারে লিখেন,

هُوَ صَحِيحُ الْحَدِيثِ، وَاخْتِجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ.

‘তিনি বিশ্বস্ত হাদীস বিশিষ্ট বিশ্বস্ত ইমামগণ তাঁকে দলীল হিসাবে গণ্য করেছেন।’^৫

১০. ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী (রহ.)-এর মতো সিহাহ সিত্তার ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ.

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৭

^২ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৭

^৩ (ক) আল-ইজলী, মা’রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যু’আফা ওয়া যিকরি মাযাহাবিহিম ওয়া আখবারিহিম, খ. ১, পৃ. ২০০; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৬, পৃ. ৩১৮

^৪ (ক) ইবনে হিব্বান, মাশাহীর উলামায়িল আমসার ওয়া আ’লামি ফুকাহায়িল আকতার, খ. ১, পৃ. ৬২; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১, পৃ. ৩১৯; (গ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

^৫ আয-যাহাবী, মীযানুল ই’তিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ৮, পৃ. ৮০

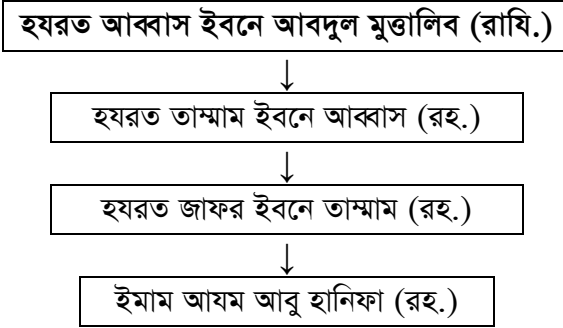
‘তঁার থেকে (সিহাহ সিন্তার) একদল ইমাম বর্ণনা করছেন ।’^১

ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর ওফাতের সনে নিয়ে মহানৈক্য রয়েছে । খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.)-এর মতে তঁার ওফাত ৯৯ হিজরীতে হয়েছে ।^২

এ সকল গবেষণা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম আযম (রহ.) ইমাম হাসান (রাযি.) ও ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর ভাই মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.)-এর সূত্রেও নবী-পরিবারের জ্ঞান অর্জন করেছেন ।

১৮. ইমাম আযম (রহ.) ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.) থেকে ইলমে হাদীস অর্জন

ইমাম আযম (রহ.)-এর হাদীসের সনদ ও নকশা



ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.)-এর পরিচয়

নবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযি.)-এর পৌ-পুত্র এবং হযরত তাম্মাম (রহ.)-এর সন্তান ইমাম জাফর (রহ.) ও ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন । আত্মীয়তা হিসেবে ইমাম জাফর (রহ.) ইমাম হাসান (রাযি.) ও ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর চাচাতো ভাই । হযরত জাফর (রহ.)-এর বংশ-পরম্পরা হল জাফর ইবনে তাম্মাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-মাদানী । তঁার মাতার নামা আলিয়া বিনতে নুহাইক ইবনে কায়স ইবনে মুয়াবিয়া ।

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১, পৃ. ৩২২; (গ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১, পৃ. ৩২২; (গ) আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ২, পৃ. ২৭৬

৮১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.)-এর মতে, হযরত জাফর (রহ.) নিজ পিতা তাম্মাম ইবনে আব্বাস (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.)-এর নাম ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়িখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^২

ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.)-এর জ্ঞানগত মর্যাদা ও স্থান

মুহাদ্দিসগণ তাঁর মর্যাদার বর্ণনা এভাবে দেন যে,

১. ইমাম ইবনে সাদ (ওফাত: ২৩০হি) মদীনাবাসী তাবিয়ীগণের তৃতীয় স্তরে ইমাম জাফর ইবন তাম্মাম (রহ.)-এর আলোচনা করেন।^৩
২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু যুরআ আর-রাযী (ওফাত: ২৬৪হি) থেকে হযরত জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.)-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনি মাদানী বিশ্বস্ত ব্যক্তি।^৪
৩. ইমামুল জরহি ওয়াত তা'দীল ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪হি) নিজ কিতাব আস-সিকাতে হযরত জাফর ইবনে তাম্মাম (রহ.)-এর আলোচনা করেছেন।^৫

সারকথা

ইমাম আযম (রহ.) ইসলামের ইতিহাসের সেই মহান ব্যক্তি যিনি শুধু খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের হাদীসের উত্তরাধিকার ছিলেন না, বরং তিনি ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.), ইমাম যায়দ ইবনে আলী (রহ.), ইমাম আল-মুসান্না (রহ.), ইমাম হাসান আল-মুসান্নাস ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.), ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহ.) ও ইমাম জাফর ইবনে তাম্মাম ইবনে আব্বাস (রহ.)-এর মতো নবী-পরিবারের সকল হাদীস বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার ছিলেন। এ

^১ (ক) আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ২, পৃ. ১৮৭; (খ) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৩, পৃ. ৪৭৫

^২ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নু'মান, পৃ. ৬৮

^৩ ইবনে সা'দ, আত-ভাবাকাতুল কুবরা, খ. ৫, পৃ. ৩১৬

^৪ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ২, পৃ. ৭৫; (খ) আল-আসকলানী, তা'জীলুল মানফা' আ বি-যাওয়ায়িদি রিজালিল আইয়িম্মাতিল আরবা'আ, খ. ১, পৃ. ৭০

^৫ ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ. ৬, পৃ. ১৩২

সকল সনদ উঁচুমানের ও একক। কেউ বলতে পারবে না যে, ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কারো ভাগ্যে তা জুটেছে। এভাবে তিনি নবী-পরিবারের হাদীসের উত্তরাধিকার হলেন।

নবী-পরিবারের ইমামগণ সূত্রে

বর্ণিত হাদীসের সনদ ও বরকতময়

সুনানে ইবনে মাজাহে একটি পবিত্র হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যার সনদ ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রিযা (রহ.) থেকে নিয়ে হযরত আলী আল-মুরতায়্যা (রহ.)-এর সূত্রে নবী করীম (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। সে পবিত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সালতা আবদুস সালাম ইবনে সালাহ আল-হারাবী ওই হাদীসের পবিত্র ও করকতময় সনদের ব্যাপারে বলেন, যদি শুধু এ সনদ পড়ে কোন পাগলকে ফুক দেওয়া হয়, তখন সে শিফা পাবে। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত সে সনদ ও রাবী এভাবে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ».

قَالَ: أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى جُنُونٍ لَبُرَأَ.

‘আবু সালতা আবদুস সালাম ইবনুল হারাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রিযা (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম মুসা আল-কাযিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আস-সাদিক (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) থেকে, তিনি আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবিদীন (রহ.) থেকে, তিনি নিজ পিতা ইমাম হুসাইন (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আলী আল-মুরতায়্যা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, “ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃত ও ইসলামের আরকানের ওপর আমল করার নাম।”

৮৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

রাবী আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) এই সনদ ও মতন
বর্ণনা করার পর বলেন, যদি এ সনদ পাগলের ওপর পড়ে ফুঁ দেওয়া
হয় হবে সে ভালো হয়ে যাবে।^১

হাদীসের সনদের ওপর আপত্তির জবাব

২৯ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বুধবারে মিনহাজুল কুরআন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘ইমাম আযম (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের প্রধাম ইমাম’ শীর্ষক এক মহন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে অনেক জ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। সে কনফারেন্সে পরে এক ব্যক্তি হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) সম্পর্কে আমাদেরকে একটি চিঠি লিখেছেন যে, আমি কোথায় পড়েছি যে, আবু সালত আল-হারাবী (রহ.)-এর দুর্বলতার ওপর সকলে একমত। তাই তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমরা তাঁর উত্তরে লিখেছি যে, আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) যেহেতু নবী-পরিবার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তাই কেউ তাকে শিয়ার অভিযোগ করে তারা তাঁকে দুর্বল বলেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণ তাঁকে সত্য বিশ্বস্ত ও নেককার বলেছেন। সে ব্যাপারে বিভিন্ন রাবী-সমালোচকের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. হাদীস সমালোচক ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাজীন (ওফাত: ২৩৩ হি.) আবু সালত আল-হারাবী (রহ.)-কে বিশ্বস্ত ও সত্য বলতে গিয়ে বলেন, সে ওই রকম ব্যক্তি নয়, যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে।^২
২. ইমাম দারাকুতুনী (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্ত ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন।^৩
৩. মুহাদ্দিসগণের নেতা আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী (ওফাত: ২৬১) তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।^৪

^১ (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫, হাদীস: ৬৫; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ২২৬, হাদীস: ৬২৫৪; (গ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইম্যান*, খ. ১, পৃ. ৪৭, হাদীস: ১৬; (ঘ) আল-বুসারী, *মিসবাহু যুজাজা ফী যাওয়াদি ইবনি মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ২১, হাদীস: ২৩

^২ আয-যাহাবী, *মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮

^৩ (ক) আস-সুয়ুতী, *মিসবাহু যুজাজা শরহ ইবনি মাজাহ*, খ. ১, পৃ. ৮; (খ) আবদুল গনী আল-মুজাদিদী, *ইনজাছল হাজা শরহ ইবনি মাজাহ*, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, পৃ. ৮; (গ) ফখরুল হাসান আদ-দিহলবী, *মা ইয়ালীকু মিন হয্লিল লুগাত ওয়া শরহিল মাশকিলাত*, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, পৃ. ৮

^৪ আল-ইজলী, *মারিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যু'আফা ওয়া যিকরি মাযাহাবিহিম ওয়া আখবারিহিম*, খ. ২, পৃ. ৯৪

৪. ইমাম আবু দাউদ (ওফাত: ২৭৫ হি.) তাঁকে হাদীস সংরক্ষণকারী সাব্যস্ত করেছেন।^১
৫. ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.)-এর কথাকে পুনরাবৃত্তি করেছেন।^২
৬. ইমাম আবু সাঈদ আল-হারাবী (রহ.) থেকে দ্বিতীয়বার তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তখন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন।^৩
৭. ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইবনে মাজাহ (রহ.) আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৪
৮. খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন, সে মাযহাবের দিক গিয়ে শিয়া, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণনাকে সমর্থন দিয়েছেন।^৫
৯. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তাঁর জীবনীতে লিখেন, তিনি নেককার ব্যক্তি।^৬

খতীব বাগদাদী (রহ.) আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) ব্যতীত ওই সনদকে বর্ণনা করেছেন

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, আবু সালত আল-হারাবী (রহ.)-এর ওই উক্তি যে হাদীসের মতনের নয়, বরং সনদের ওপর। সে সনদকে হুবুহু খতীব বাগদাদী (রহ.) আবু সালত ব্যতীত অন্য এক বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সাহল ইবনে আমির আল-বাজালী আল-কুফী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন।^৭

আবু সালত আল-হারাবী (রহ.) সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের উক্তি বিশেষ করে মুহাম্মদ ইবনে সাহল (রহ.) কর্তৃক সে সনদের পরে কোন ধরনের

^১ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ২৮৬

^২ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ২৮৬

^৩ আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ২৮৬

^৪ (ক) আস-সুয়ুতী, মিসবাহুয যুজাজাহ শরহ ইবনি মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৮; (খ) আবদুল গনী আল-মুজাদিদী, ইনজাছল হাজা শরহ ইবনি মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৮; (গ) ফখরুল হাসান আদ-দিহলবী, মা ইয়ালীকু মিন হন্নিল লুগাত ওয়া শরহিল মাশকিলাত, খ. ১, পৃ. ৮

^৫ (ক) আস-সুয়ুতী, মিসবাহুয যুজাজাহ শরহ ইবনি মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৮; (খ) আবদুল গনী আল-মুজাদিদী, ইনজাছল হাজা শরহ ইবনি মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৮; (গ) ফখরুল হাসান আদ-দিহলবী, মা ইয়ালীকু মিন হন্নিল লুগাত ওয়া শরহিল মাশকিলাত, খ. ১, পৃ. ৮

^৬ আয-যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির রিজাল, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮

^৭ আল-খতীবুল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ. ১, পৃ. ২৫৫

৮৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তাতে কোন ধরণের প্রশ্ন আর উঠে না। তাই আমরা তাঁকে বিশুদ্ধ মনে করি এবং সে সনদের বরকতে শিফাকে বিশ্বাস করি। যেখানে নবী-পরিবারের সনদের এত বরকত সেখানে নবী-পরিবারের পবিত্র আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার ফয়েয ও বরকতের কর্ণধার যিনি হবেন তাঁর কি অবস্থা হতে পারে। নিশ্চয় পুরো বিশ্বে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-ই একক ব্যক্তি যিনি তাঁর যুগের সকল নবী-পরিবার থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। যার ফলে তিনি নবী-পরিবারের বরকত লাভে ধন্য হয়ে ইমাম আযম (রহ.) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নবী (সা.)-পরিবারের ফুযুযাত ও বারাকাত দান করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আবদুল গনী

: শাহ, মুহাম্মদ আবদুল গনী ইবনে আবু সাঈদ আল-মুজাদ্দিদী আদ-দিহলবী আল-হানাফী (১২৩৫-১২৯৬ হি. = ১৮১৯-১৮৭৮ খ্রি.), ইনজাছল হাজা শরহ ইবনি মাজাহ, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

৩. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

৪. আল-আলায়ী

: সালাহ উদ্দীন, আবু সাঈদ, খলীল ইবনে কায়কালিদী ইবনে আবদুল্লাহ আদ-দিমাশকী আল-আলায়ী (৬৯৪-৭৬১ হি. = ১২৯৫-১৩৫৯ খ্রি.), জামিউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫. আল-আসকলানী

: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), তাহযীবুত তাহযীব, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৮৭ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৬. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৭. আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *তাজীলুল মানফা'আ বি-যাওয়াযিদি রিজালিল আইয়িম্মাতিল আরবা'আ*, দারুল বাশায়ির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

॥ই॥

৮. আল-ইজলী : আবুল হাসান, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-ইজলী আল-কূফী (১৮১-২৬১ হি. = ৭৯৭-৮৭৫ খ্রি.), *মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারহিম*, মাকতাবাতুদ দার, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৯. ইবনুল জাওয়ী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওয়ী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *আল-মওযু'আত*, আল-মাকতাবাতুস সলফিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব [প্রথম সংস্করণ: (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৩৬৬ হি. = ১৯৬৮ খ্রি. ও (৩য় খণ্ড) ১৩৮৮ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.]

১০. ইবনুল জাওয়ী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওয়ী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *সিফাতুস সাফওয়া*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)

১১. ইবনে আবদুল বারর

: আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বারর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), *আল-ইনতিকা ফী ফাযায়িলস সালাযাতিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

১২. ইবনে আবু হাতিম

: আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত ও দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)

১৩. ইবনে আসাকির

: তকী উদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯-৫৭১ হি. = ১১০৫-১১৮৬ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিকরু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতায়ু বনুহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা*, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৪. ইবনে খল্লিকান

: আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮-৬৮১ হি. = ১২১১-১২৮২ খ্রি.), *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আশ্বাউ আবনায়্যিয যামান*, দারুস সাকাফ, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৮ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.)

১৫. ইবনে তায়মিয়া

: শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হামলী আদ-দিমাশকী (৬৬১-৭২৮ হি. = ১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.),

৮৯ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়া ফী নাকযি
কালামিশ শীয়া আল-কাদরিয়া, মুআস্সাসাতু
কুরতুবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ:
১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১৬. ইবনে মাকূল

: সা'দুল মালিক, আবু নসর, আলী ইবনে
হিবাতুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে মাকূল
(৪২১-৪৭৫ হি. = ১০৩০-১০৮২ খ্রি.), আল-
ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ
ওয়ালা মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়ালা কুনা
ওয়ালা আনসাব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া,
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. =
১৯৯০ খ্রি.)

১৭. ইবনে মাজাহ

: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে
ইয়াযীদ আর-রুবাযী আল-কাযওয়ীনী
(২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-
সুনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত,
লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১৮. ইবনে মানজুইয়া

: আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মানজুইয়া
(০০০-৪২৮ হি. = ০০০-১০৩৭ খ্রি.), রিজালু
সহীহ মুসলিম, দারুল মা'রিফা, বয়রুত,
লেবনান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১৯. ইবনে সা'দ

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে
মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী
আল-বগদাদী (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫
খ্রি.), আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারুল সাদির,
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. =
১৯৮৬ খ্রি.)

২০. ইবনে হিব্বান

: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে
আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী
আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. =
০০০-৯৬৫ খ্রি.), আস-সিকাত, দারুল ফিকর,
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. =
১৯৭৫ খ্রি.)

২১. ইবনে হিব্বান

: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.), **মাশাহীরু উলামায়িল আমসার ওয়া আ'লামি ফুকাহায়িল আকতার**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

॥ক॥

২২. আল-কারদারী

: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনুল বায্যার আল-কারদারী (০০০-৭২৭ হি. = ০০০-১৩২৬ খ্রি.), **মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা**, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২৩. আল-কালাবায়ী

: আবু নাসার, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আল-বুখারী আল-কালাবায়ী (৩২৩-৩৯৮ হি. = ৯৩৫-১০০৮ খ্রি.), **রিজালু সহীহ আল-বুখারী**, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

॥খ॥

২৪. আল-খতীবুল বগদাদী:

আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.), **তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা** = **তারীখু বগদাদ**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ত॥

২৫. আত-তাবারানী

: আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-

৯১ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল আওসাত*, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব (১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥ন॥

২৬. আন-নাওয়াবী

: আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥ফ॥

২৭. ফখরুল হাসান আদ-দিহলবী: ফখরুল হাসান ইবনে আবদুর রহমান আল-হানাতী আল-গঙ্গুহী (১০০-১৩১৫ হি. = ১০০-১৮৯৭ খ্রি.), *মা ইয়ালীকু মিন হন্বিল লুগাত ওয়া শরহিল মাশকিলাত*, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

॥ব॥

২৮. আল-বায়হাকী

: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *শুআবুল ঈমান*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

২৯. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আত-তারীখুল কবীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩০. আল-বৃসীরী

: আবুল আব্বাস, শিহাব উদ্দীন, আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ইসমাইল ইবনে সলীম ইবনে কায়মায ইবনে উসমান আল-বৃসীরী আল-কিনানী আশ-শাফিয়ী (৭৬২-৮৪০ হি. = ১৩৬০-১৪৩৬ খ্রি.), *মিসবাহুয যুজাজা ফী যাওয়াদি ইবনি মাজাহ*, দারুল আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥ম॥

৩১. আল-মাকরীযী

: তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাদির আল-হুসাইনী আল-উবায়দী আল-মাকরীযী (৭৬৬-৮৪৫ হি. = ১৩৬৫-১৪৪১ খ্রি.), *আল-মাওয়াযিয় ওয়াল ইতিবার বি-বিযরিল খিতাত ওয়াল আসার*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৩২. আল-আলুসী

: মাহমুদ শুকরী আল-আলুসী (১২৭৩-১৩৪২ হি. = ১৮৫৬-১৯২৪ খ্রি.), আল-মাতবাতুস সালাফিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৩ হি. = ১৯৫৩ খ্রি.)

৩৩. আল-মিয্বী

: আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্বী (৬৫৪-৭৪২ হি. = ১২৫৬-১৩৪১ খ্রি.), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, মুআসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

৩৪. আল-মুওয়াফ্ফিক

: আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্ফিক ইবনু আহমদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারযিমী (৪৮৪?-৫৬৮ হি. = ১০৯১-১১৭১ খ্রি.), *মানাকিবুল ইমাম আল-আয'যম আবী হানীফা*, কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৯৩ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৩৫. মুসলিম

: আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-কুনা ওয়াল আসমা*, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব (১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৩৬. মুহাম্মদ আবু যুহরা

: আবু যুহরা, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে আহমদ (১৩১৫-১৩৯৩ হি. = ১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.), *আবু হানীফা: হায়াতুহু ওয়া আসরুহু, আরাউহু ওয়া ফিকরুহু*, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, মিসর

॥য ॥

৩৭. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৩৮. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *তায়কিরাতুল হুফায = তাবকাতুল হুফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৩৯. আয-যাহাবী

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*,

৪০. আয-যাহাবী

দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, মুআসসাযাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥শ॥

৪১. আশ-শাবলানজী

: মুমিন ইবনে হাসান মুমিন আশ-শাবলানজী (১২৫২-১৩০৮ হি. = ১৮৩৬-১৮৯১ খ্রি.), *নুরুল আবসার ফী মানাকিব আলি বায়তিন নাবী আল-মুখতার সাব্বালাহু আলায়হি ওয়া সাব্বাম*, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

॥স॥

৪২. আস-সায়মারী

: আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আস-সায়মারী আল-হানাফী (৩৫১-৪৩৬ হি. = ৯৬২-১০৪৫ খ্রি.), *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি*, মাতবা'আতুল মা'আরিফ আশ-শরকিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৯ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

৪৩. আস-সালিহী

: শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (১০০০-৯৪৬ হি. = ১০০০-১৫৩৬ খ্রি.), *উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান*, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি, পাকিস্তান

৪৪. সিবত ইবনুল জাওয়ী:

আবুল মুযাফ্ফর, শামসুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে কিয়ুদুলী/কিয়ুগলী ইবনে আবদুল্লাহ, সিবত আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী (৫৮১-৬৫৪ হি.

৯৫ সাহাবা আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

= ১১৮৫-১২৫৬ খ্রি.), *তায়কিরাতু খাওয়াসিল উম্মা বি-যিকরি খাসায়িসিল আইয়িম্মা*, মুআসাসাতু আহলি বায়ত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

৪৫. সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী: আবুল ওয়ালীদ, সুলায়মান ইবনে খলফ ইবনে সা'দ ইবনে ওয়ারিস আত-তাজীবী আল-কুরতুবী আল-বাজী আল-উনদুলুসী (৪০৩-৪৭৪ হি. = ১০১২-১০৮১ খ্রি.), *আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ*, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৪৬. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তাবাকাতুল হফফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৪৭. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তাবরীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৪৮. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *মিসবাহুয যুজাজা শরহ সুনানি ইবনি মাজাহ*, কদীমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

॥হ॥

৪৯. আল-হায়সামী : শিহাব উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হায়সামী আস-সা'দী আল-আনসারী (৯০৯-৯৭৪ হি. = ১৫০৪-১৫৬৭

প্রি.), আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল
ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান,
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান
(১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ প্রি.)

৫০. আল-হায়সামী

: শিহাব উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, আবুল
আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী
ইবনে হাজর আল-হায়সামী আস-সা'দী আল-
আনসারী (৯০৯-৯৭৪ হি. = ১৫০৪-১৫৬৭
প্রি.), আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা আলা আহলির
রাফয ওয়াদ দালাল ওয়ায যান্দাকা,
মুআস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ প্রি.)

৫১. আল-হাসকফী

: সদরুদ্দীন, মুসা ইবনে যাকারিয়া (০০০-৬৫০
হি. = ০০০-১২৫২ প্রি.), মুসনদুল ইমামিল
আযম, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি,
পাকিস্তান